দৈনিক
সকালবেলা
The Daily Sakalbela
নতুন প্রজন্মের কাগজ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



মেসিহীন আর্জেন্টিনায় দর্শক খরা

পৃষ্ঠা-০৬

সোমবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ১৯৯ সংখ্যা
- ঢাকা, ২৩ নভেম্বর ২০২৬
- ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ১২ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে, কোনো প্রভু নেই : ডেপুটি স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে কোনো বিদেশি শক্তির প্রভাব মেনে নেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তিনি বলেন ২ এর পাতায় দেখুন

মানবিকতা নির্ভর ও জনকল্যাণমুখী দেশ গড়তে চায় সরকার : ডা. জুবাইদা

স্টাফ রিপোর্টার :
প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে মানবিকতাই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার ২ এর পাতায় দেখুন

ইরানের সরকার পরিবর্তনে আগ্রহ নেই যুক্তরাষ্ট্রের : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :
ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করছে না; বরং তারা এমন একটি স্থায়ী চুক্তি চায়, যা দেশটিকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

সংশোধন হচ্ছে ব্যাংক আইন

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পরিচালক হওয়ার পথে আসছে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার :
ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা পর্ষদে পারিবারিক প্রভাব কমানো, খেলাপি ঋণ আদায় জোরদার এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। এরইমধ্যে এ-সংক্রান্ত সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সংশোধনী কার্যকর হলে একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের সদস্য থাকার সর্বোচ্চ সংখ্যা তিনজন থেকে কমে দুজন হবে। পরিচালকদের একটানা দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১২ বছর থেকে কমে ছয় বছর হবে। পাশাপাশি পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা বাড়ানো, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের পরিচালক হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ এবং ব্যাংকের শেয়ার ধারণে কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় পরিচালকদের অনুপস্থিতি, খেলাপি ঋণ আদায়, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের পরবর্তী কার্যক্রম এবং আইন লঙ্ঘনের জরিমানার পরিমাণেও পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যাংকের সংঘবিধি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক-কোম্পানি আইন সংশোধনের এসব প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে এক পরিবারের দুজনের বেশি সদস্য থাকা উচিত নয়। পরিচালকদের মেয়াদ ছয় বছর করা এবং মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে থাকার সুযোগ বন্ধ করাও প্রয়োজন। তাদের অভিমত, এসব উদ্যোগ অতীতে ব্যাংক খাতে সংঘটিত লুটপাট বন্ধে বাধা হিসেবে কাজ করবে। অতীতে ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের একাংশ ব্যাংক লুটপাট করেছেন। ব্যাংকিং খাতের বর্তমান দুরবস্থার কারণে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। তাই আর্থিক খাত পুনরুদ্ধারে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। এটাই হওয়া উচিত প্রথম কাজ।

> পুনঃতফসিল বা অন্য কোনো উপায়ে ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ থাকলে বিদ্যমান বিধানের কার্যকারিতা ও কঠোরতা কমে যায়। তাই অনাদায়ী ও খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিধানটি আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

এক পরিবার থেকে পরিচালক হবেন সর্বোচ্চ দুজন : আইনের খসড়া পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনায় পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কমাতে আইনের ১৫ ধারার উপধারা (১০) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে একটি একক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য একই সময়ে কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক থাকতে পারেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এ সংখ্যা কমিয়ে দুজন করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া একই ২ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ১৩তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি



হামে একদিনে ৯ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে একদিনে আরও ৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত দুই মাসের মধ্যে একদিনে এটিই

দুই মাসে সর্বোচ্চ

সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা। এ নিয়ে চলতি বছরের ১০ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫২। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কোনো মৃত্যু হয়নি। তবে সন্দেহজনক হামে মারা গেছে ৯ শিশু। তার মধ্যে ঢাকা বিভাগে চার, চট্টগ্রামে তিন এবং সিলেট ও খুলনা বিভাগে এক শিশু মারা গেছে। এর আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর একদিনে ২ এর পাতায় দেখুন

৭ জেলায় ৯৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার :
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানী ঢাকাসহ সাত জেলায় ৯৫ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে দুই ব্যাটালিয়ন বিজিবি সদস্য। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে মোতায়েন করা বিজিবি সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, শিল্পাঞ্চল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি যেকোনো ধরনের ২ এর পাতায় দেখুন

মালিক-শ্রমিকসহ সবাই সজাগ থাকলে দুর্বৃত্তায়ন থেকে রক্ষা পাবো

স্টাফ রিপোর্টার :
শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, আমি আশাবাদী, আমাদের এই দেশের ভেতরে যে ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে, এ বিষয়ে জনগণ সচেতন আছেন। শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিও আমরা অনুরোধ, আপনারা যেন সজাগ থাকেন। সবাই সজাগ থাকলে এ ধরনের দুর্বৃত্তায়ন থেকে আমরা রক্ষা পাবো। রবিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএসএইচ) বিষয়ক এক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, নেক্সট ইয়ারে দেখতে চাই, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে একটা গুড ফ্যামিলি বন্ডিংয়ের জন্য। আশ করবো, এই মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা, আমাদের শিল্পের মালিকদের যে প্রত্যাশা, বাংলাদেশের মানুষের যে প্রত্যাশাড় সেটা পূরণ করবেন। তিনি



বলেন, এই শ্রমিকদের কল্যাণের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ছয়টি মেডিক্যাল হাসপাতাল করার জন্য, ১০০ বেডের হাসপাতাল করার জন্য, আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে আমাদের সেই জমিগুলো দেখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই হাসপাতালের কার্যক্রমটা শুরু করবো। বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব সরকার। আমরা আশা করি, শ্রমিক ও মালিক ২ এর পাতায় দেখুন

২৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য সরকারের : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের অবদান ৩৫ শতাংশে উন্নীত এবং এ খাতে ২৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি এবং ২০২৯ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় সরকার জাতীয় এসএমই নীতিমালা-২০২৬-এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। শিগগিরই এটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। রোববার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ১৩তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশকে একটি উৎপাদনকেন্দ্র (ম্যানুফ্যাকচারিং হাব) ও রপ্তানি প্রবেশদ্বার (এক্সপোর্টিং গেট) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য। ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় উৎপাদনব্যবস্থা, শিল্প সরবরাহব্যবস্থা এবং দেশি-বিদেশি মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু স্থানীয় বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগী উৎপাদক, যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ও উপকরণ প্রস্তুতকারক হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী উৎপাদনব্যবস্থার অংশ করতে হবে। সরকার আগামী চার বছরে দেশে ২৫ হাজারের বেশি নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির আওতায় ২ এর পাতায় দেখুন

> আগামী চার বছরে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রতিবছর ১০০ জন করে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

১৮ দিনে পোশাক খাতে ৪২৮ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে চলমান অস্থিতিশীলতার বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ১৮ দিনে (১ থেকে ১৮ নভেম্বর) মোট ৩১৭টি পোশাক কারখানার উৎপাদন ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে ক্রেতারা এসব কারখানার নিশ্চিত করা ক্রয়াদেশ থেকে ৫৯ মিলিয়ন পিস পোশাক অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছেন, যার বাজারমূল্য ২৫৪ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রোববার (২২ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জরিপের তথ্য প্রকাশ করে সংগঠনটি। বিজিএমইএ জানায়, চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাকশিল্পের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে গত চার ২ এর পাতায় দেখুন



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইতালির কোস্টগার্ড কমান্ড্যান্টের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার :
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সফররত ইতালির কোস্টগার্ড কমান্ড্যান্ট ভাইস অ্যাডমিরাল সার্জিও লিয়ার্দো সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রোববার বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার অফিসকক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে। সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষ বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সমুদ্রসীমায় নিরাপত্তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুই ২ এর পাতায় দেখুন

সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক পর্যায়ে বেতন বাড়লো ১৩৮ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার :
জাতীয় বেতন স্কেলে সর্বনিম্ন মূল বেতন ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলেও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে তা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ হাজার ৪০০ টাকা। নতুন কাঠামোয় এ বেতন পর্যায়ক্রমে বেড়ে সর্বোচ্চ ৫১ হাজার ৯০০ টাকা পর্যন্ত উন্নীত হবে। অন্যদিকে, বাহিনীপ্রধানদের মূল বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার টাকা। জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর গত ১৫ নভেম্বর 'যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলি ০১/২০২৬ (জেএসআই ০১/২০২৬)' জারি করা হয়। প্রকাশিত গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সর্বনিম্ন মূল বেতন ৯ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২১ হাজার ৪০০ টাকা হয়েছে। এতে বেতন বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। বিপরীতে বাহিনীপ্রধানদের মূল বেতন ৮৬ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১ লাখ ৭২ হাজার টাকা হয়েছে। এর আগে ১০ বছর পূর্বে জারি করা জেএসআই ০১/২০১৬-এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত হতো। এবারও মূলত একই পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাহিনীপ্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তুলনায় সাধারণ সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধির হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও একটি মহল বেতনবৈষম্যের বিষয়টি সামনে এনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কিছু সংবাদমাধ্যমে 'অফিসার বনাম সৈনিক' বৈষম্যের অভিযোগ তুলে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। অথচ নতুন নির্দেশনায় আগের বেতন কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, জনপ্রশাসনসহ দেশের বিভিন্ন খাতেও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বেতনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। সেই কাঠামোগত বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই বিভিন্ন সময়ে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে। যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলি অনুযায়ী, নতুন কাঠামোয় ল্যান্স করপোরালের প্রারম্ভিক মূল বেতন ২৩ হাজার ৫০০ টাকা, করপোরালের ২৮ হাজার টাকা, ওয়ারেন্ট অফিসারের ৪৪ হাজার টাকা, সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসারের ৪৪ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন



গুম-হত্যা মামলা

জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ, যুক্তিতর্ক মঙ্গলবার

স্টাফ রিপোর্টার :
সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে শতাধিক ব্যক্তিকে গুম, হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের সব পর্যায় শেষ হয়েছে। এবার মামলাটিতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হতে যাচ্ছে। আগামীকাল মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষ ও ২ এর পাতায় দেখুন



সাদিক কায়েমের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

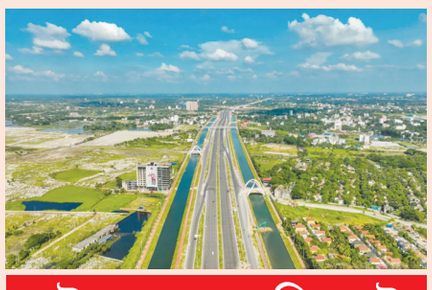
নীরব বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই

-জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার :
ডাকসুর ভিপি ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী আবু সাদিক কায়েমের খাগড়াছড়ির গ্রামের বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, সরকার সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে এর খেসারত হিসেবে চরম মূল্য দিতে হবে। এভাবে আর নীরব বসে থাকার ২ এর পাতায় দেখুন

বাসযোগ্য করতে পূর্বাচলে নতুন উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানীর আবাসন সংকট কমানোর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করা পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বয়স তিন দশক পেরিয়ে গেছে। এখনও সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা, অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে প্লট কিনেও অনেক মালিক এখানে বসতি গড়তে পারছেন না। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) দীর্ঘসূত্রতা নিয়েও সমালোচনা ও প্রশ্ন উঠছে। আগের প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি, এর মধ্যেই পূর্বাচলে নতুন করে ৪ হাজার ৮৭৪ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে রাজউক। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে সড়ক, ড্রেন, পার্ক ও বাজারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। 'পূর্বাচল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' নামের এই উদ্যোগ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থায়ন করবে রাজউক। সম্প্রতি প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রায় ৬ হাজার ২২৭ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্বেও রয়েছে রাজউক। ১৯৯৫ সালে প্রায় ৬ হাজার ১৫০ একর জমি নিয়ে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা ছিল, ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো প্রকল্প শেষ হবে। তবে, এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের নকশা পাল্টেছে পাঁচবার, আর কাজ শেষ করার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে সাত দফা। সবশেষ নির্ধারিত সময় ছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর। সেই সময়ও পেরিয়ে গেছে, অথচ শহরটি এখনও পুরোপুরি বসবাসের উপযোগী হয়নি। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও কার্যকর সড়ক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মতো মৌলিক সেবার অভাবে বসতি গড়তে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন প্লট মালিকরা। আগের প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। এর ভৌত কাজ শেষ হয়েছে মোটামুটি ৭৫ শতাংশ। ৩০টি সেক্টরে মোট ২৬ হাজার আবাসিক প্লট দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত প্রায় ২১ হাজার প্লট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫ হাজার গ্রাহক এখনও প্লটের দখল পাননি। বুঝে পাওয়া সেই ২১ হাজারের বেশি প্লটের মধ্যে ভবন উঠেছে বা নির্মাণকাজ চলছে মাত্র ২ এর পাতায় দেখুন



প্লট আছে, বসতি নেই

> পূর্বাচল নতুন শহরকে অতিদ্রুত একটি সুন্দর, বাসযোগ্য এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজউক কাজ করে যাচ্ছে।
> -ইঞ্জি. মো. রিয়াজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, রাজউক

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি

-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার :
লালমনিরহাটে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেওয়া বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছে ভারতের কয়েকটি গণমাধ্যম। ওই বক্তব্যে তিনি কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেননি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেননি। তাই ভারতের কয়েকটি গণমাধ্যম তার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, 'আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীরা' বিভিন্ন মহাদেশে বেপরোয়াভাবে তৎপরতা চালাচ্ছে। নিরীহ মানুষের ওপর তাদের চালানো গুরুতর সহিংসতা গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি আরও বলেন, তারা ২ এর পাতায় দেখুন



এআই দিয়ে মিথ্যা তথ্য তৈরি করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার :
বিদেশে বসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে ভুয়া ছবি ও মিথ্যা তথ্য তৈরি করে দেশে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ কথা বলেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। গতকাল দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'চির ভাস্বর শহীদ জিয়া' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, একটি চক্র দেশে আবারও অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে তাদের এই অপচেষ্টা সফল হবে না। রিজভী বলেন, ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত ও ব্যাংককসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারীরা ২ এর পাতায় দেখুন

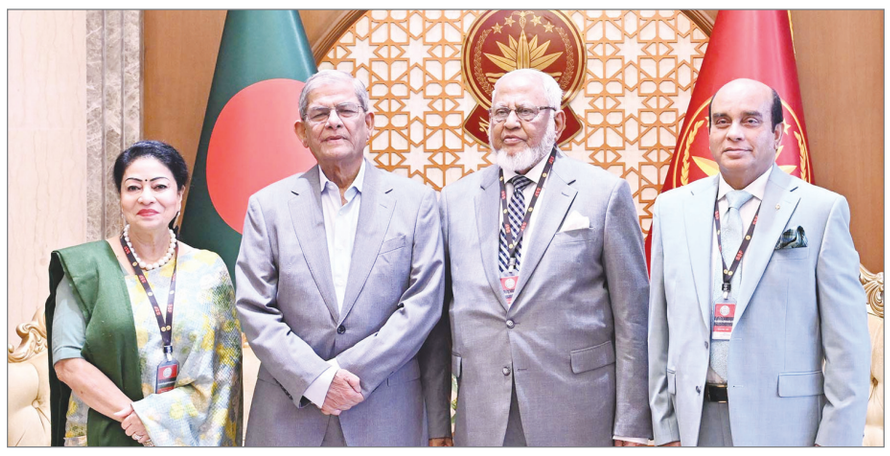
দৈনিক
সকালবেলা
The Daily Sakalbela
নতুন প্রজন্মের কাগজ
সোমবার
২৩ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

সাভার-আশুলিয়ায় ২১ কারখানা বন্ধ, ১৭টিতে ছুটি

স্টাফ রিপোর্টার :
ঢাকার সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে সার্বিক পরিস্থিতি আগের কয়েক দিনের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় ২১টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া সকালে শ্রমিকেরা কারখানায় উপস্থিত হলেও কাজে যোগ না দেওয়ায় ১৫টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি দুটি কারখানায় আজকের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার দুপুর ২টার দিকে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর এসপি মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া এক ক্ষুদে বার্তায় এসব তথ্য জানান। ক্ষুদে বার্তায় ৭ এর পাতায় দেখুন

শেয়ারবাজারে বড় উত্থান, লেনদেন ছাড়াল ১২০০ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার :
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার দেশের শেয়ারবাজারে বড় ধরনের উত্থান হয়েছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান মূল্যসূচক বেড়েছে ৫৯ পয়েন্ট। একই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। এদিন ডিএসইতে ১ হাজার ২২০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে, যা প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে, দেশের অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। এতে বাজারটির মূল্যসূচকও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এ নিয়ে টানা পাঁচ কার্যদিবস দেশের দুই শেয়ারবাজারেই মূল্যসূচক বাড়ল। তবে সিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) ডিএসইতে লেনদেনের শুরু থেকেই অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়তে থাকে। ফলে শুরুতেই মূল্যসূচকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা ৭ এর পাতায় দেখুন


রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে গতকাল বঙ্গভবনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান এম এ কাশেমের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে

দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান উন্নীত করার পাশাপাশি দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) সকালে বঙ্গভবনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান এম এ কাশেমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন ৭ এর পাতায় দেখুন

রেমিট্যান্সের নতুন সম্ভাবনাময় উৎস অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আসছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো উন্নত দেশ থেকেও বাড়ছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) দেশ দুটি থেকে ১৭ কোটি ২৩ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে ৯ কোটি ৩৫ লাখ ৯০ হাজার ডলার এবং কানাডা থেকে ৭ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। দুই দেশ মিলিয়ে মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১ দশমিক ৫ শতাংশ এসেছে এ দুটি উৎস থেকে। জুলাই-অক্টোবর সময়ে দেশে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ১ হাজার ১৪৬ কোটি ৫৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। মাসভিত্তিক হিসাবে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া থেকে জুলাইয়ে ২ কোটি ১৩ লাখ ডলার, আগস্টে ২ কোটি ২১ লাখ ৪০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে ২ কোটি ৫৯ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও অক্টোবরে ২ কোটি ৪২ লাখ ২০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। অন্যদিকে কানাডা থেকে জুলাইয়ে ১ কোটি ৭০ লাখ ৮০ হাজার ডলার, আগস্টে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার ও অক্টোবরে ২ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার ডলার এসেছে।



চার মাসের হিসাবে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহে ধারাবাহিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীল প্রবাহ বজায় রাখতে রেমিট্যান্সের উৎসে বৈচিত্র্য আনা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক খাতের জন্য ইতিবাচক। একই সঙ্গে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে কষ্টার্জিত অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আস্থা বাড়ারও প্রতিফলন এটি। তিনি বলেন, প্রবাসীদের জন্য বৈধ পথে অর্থ পাঠানো সহজ, সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় করতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। একই সঙ্গে অবৈধ হুন্ডি লেনদেন নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরিফ হোসেন খান আরও বলেন, রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ করা, ব্যাংকিং সেবার মান উন্নয়ন ও বৈধ বৈদেশিক মুদ্রাবাজার শক্তিশালী করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের অবদানের কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, তাদের পাঠানো অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করছে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী চট্টগ্রামের আশিক মজুমদার বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ৭ এর পাতায় দেখুন



শিশুদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নীতিমালা তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার :
১৬ বছর বা তার কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে একটি নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই নীতিমালা প্রণয়ণে অবিলম্বে সাইবার-সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোবিজ্ঞানী, শিশু বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। টেলিকমিউনিকেশন সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, আইন সচিব ও বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানকে এই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে। জনস্বার্থে দায়ের হওয়া এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রবিবার (২২ ৭ এর পাতায় দেখুন



দল হিসেবে আওয়ামী লীগের তদন্ত এগোচ্ছে
-প্রসিকিউটর তামিম

স্টাফ রিপোর্টার :
দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তদন্ত চলছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের মামলা আগে কখনো হয়নি, তাই তদন্ত শেষ হতে কিছুদিন সময় লাগবে। রোববার (২২ নভেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সারা দেশে চলমান সহিংসতা ও দল ৭ এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিতে দেড় লাখেরও বেশি বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার :
মালয়েশিয়ায় ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে কাজ করায় ঝুঁকিতে রয়েছেন দেড় লাখেরও বেশি বাংলাদেশি। বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই কারখানা, নির্মাণ সাইট, রেস্তোরাঁ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করায় প্রতিদিনই দেশটির অভিবাসন বিভাগের ধরপাকড়ে গ্রেফতার হচ্ছেন তারা। বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করে দালালদের আশ্বাসে অনেকেই ট্যুরিস্ট ভিসায় মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে বৈধ হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবে তাদের দিন কাটছে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আতঙ্ক, আর গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে। ট্যুরিস্ট ভিসা আসলে সোশ্যাল ভিজিট পাসড় যাতে দিয়ে ঘুরে বেড়ানো, আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করা বা সামাজিক কাজ করা যায়, কিন্তু কোনো বেতনের কাজ বা ব্যবসা করা যায় না। এই শর্ত ভঙ্গ করা মানে ইমিগ্রেশন রেগুলেশন ১৯৬৩-এর ধারা ৩৯(বি) অনুযায়ী অপরাধ। এ জন্য শাস্তি হিসেবে ১০ হাজার রিংগিত পর্যন্ত জরিমানা, পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেশটিতে থেকে যাওয়া আরও বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, যেখানে কমপক্ষে ১০ হাজার রিংগিত জরিমানা, পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল বা দুটোই হতে পারে। একইসঙ্গে রয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা, দেশে ফেরত পাঠানো ও ভবিষ্যতে মালয়েশিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার ট্যুরিস্ট ই-ভিসা সাধারণত সিঙ্গেল এন্ট্রি এবং সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য দেওয়া হয়। আর চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি সুবিধা সীমিত করা হয়েছে। ভিসা থাকলেই যে


মালয়েশিয়ায় ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে কাজ

ঢোকা যাবে, এমন নিশ্চয়তাও নেই। কারণ মালয়েশিয়ায় আসার আগে তিন দিনের মধ্যে ফ্রি এমডিএসি পূরণ করতে হয় এবং বিমানবন্দরে হোটেল বুকিং, ফেরত টিকিট ও পর্যাপ্ত টাকা দেখাতে না পারলে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ভিজিট পাসের অপব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করার অভিযোগে ১৫ হাজার ৩৪৯ জন বিদেশিকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিরা। এছাড়া ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের শুরু পর্যন্ত ভিজিট পাসের শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই ছিল সর্বোচ্চ, ৫৩২ জন। অভিবাসন বিভাগ এখন অপস মেগা, অপস সেরকাপ, অপস গেগারের মতো বড় অভিযান নিয়মিত চালাচ্ছে। আর কারখানা, নির্মাণ সাইট, রেস্তোরাঁ, মার্কেটড় এমনকি বিমানবন্দরেও তল্লাশি হচ্ছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪২৬ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর তথ্যও পাওয়া গেছে। তথ্য বলছে, ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি মানুষকে এনফোর্সমেন্ট অভিযানে আটক করা হয়েছে-এর মধ্যে ২৩০০- এর বেশি ছিল ভিজিট পাসের অপব্যবহারের অভিযোগ। দেশটিতে অবৈধ কোনও শ্রমিক রাখলে মালিকও ছাড় পান না। আইন অনুযায়ী, মালিকের ১৫ হাজার থেকে এক লাখ রিংগিত জরিমানা ও দুই থেকে ১০ বছর জেল পর্যন্ত হতে পারে। এই অভিযোগে কোনও মালিক ধরা পড়লে অনেক সময় শাস্তি থেকে নিজে বাঁচতে তারা শ্রমিকেই ফাঁসিয়ে দেন। মালয়েশিয়ায় সেবা খাতে কর্মরত প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সাম্প্রতিক অভিযানগুলোতে এই ঝুঁকির চিত্র স্পষ্ট। সেলাঙ্গরের শাহ আলম ও ক্লাং-এর দুটি কারখানায় অপস ৭ এর পাতায় দেখুন

দুদকের অভিযান

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোলের হিসাবে গড়মিল

স্টাফ রিপোর্টার :
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচলের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করে টোল আদায়, অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারের রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেডে (এফডিইই) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রতিদিন প্রকৃতপক্ষে যত যানবাহন চলাচল করে, টোল আদায়ের হিসাবে তার চেয়ে কম সংখ্যা দেখানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে টোলের অর্থ আত্মসাৎ এবং সরকারকে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে ৭ এর পাতায় দেখুন



বাংলাদেশি রোগীদের মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা দিতে থাইল্যান্ডকে অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার :
থাইল্যান্ডে বারবার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এমন রোগীদের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা দিতে ঢাকায় নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত থিটিপর্ন চিরাসাওয়াদিকে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। রোববার (২২ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাতে এলে প্রতিমন্ত্রী এ অনু?রোধ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ২০২৭ সালে উচ্চপর্যায়ের সফরের গুরুত্ব তুলে ধরেন। উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়ের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনগণের সঙ্গে ৭ এর পাতায় দেখুন



পোশাক খাতের অস্থিরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
-পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতে চলমান অস্থিরতাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। গতকাল রবিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএসএইচ) বিষয়ক এক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ ও পোশাক শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অসৎ উদ্দেশ্যেই সড়কে এই অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শামা ওবায়েদ ইসলাম ৭ এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজ উৎপাদনে দেশ এখন 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' আমদানির প্রয়োজন নেই: ডিএই

স্টাফ রিপোর্টার :
ব্যাপক ফলন এবং সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ এখন পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে। এতে আমদানি নির্ভরতা এড়িয়ে অফ-সিজনেও স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই) জানায়, দেশে বার্ষিক ৩৬ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে ৫০.৯০ লাখ টনেরও বেশি পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় ৪১.৩৯ শতাংশ বেশি। একই সময়ে সরকারের উদ্যোগে আধুনিক সংরক্ষণাগার স্থাপনের ফলে স্থানীয় বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে রান্নার অন্যতম প্রধান এই উপাদানটির ব্যাপক সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অফ-সিজনে ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় ১০ শতাংশ কমিয়ে আনার মাধ্যমে বার্ষিক সংকট মোকাবিলার পথ সুগম হয়েছে। সাধারণত দেশে ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয়ের হার ২০ থেকে ৩০ শতাংশ হয়ে থাকে, যা তীব্র পচন বা বৈরী আবহাওয়ার সময় ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি হতে পারে। তবে আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে অফ-সিজনেও বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। দেখা যায়, এই অপচয়ের ফলে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মৌসুমি সরবরাহ সংকট তৈরি হয়। এতে দাম বাড়ায় আমদানির ওপর নির্ভরতা বেড়ে যায়। তবে ব্যাপক ফলন এবং তৃণমূল পর্যায়ে 'এয়ার-ফ্লো' মেশিন বিতরণের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধায় দেশে গত ১১ মাস ধরে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আমদানি বন্ধ রাখার মাধ্যমে এ সময়ে দেশে আনুমানিক ৩৮ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার (৪ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকারও বেশি) সাশ্রয় হয়েছে। মূলত সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সময়ে দেশীয় পেঁয়াজের মজুত শেষ হয়ে গেলে এই আমদানির প্রয়োজন হতো। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের (ডিএই) তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ৪৪ লাখ ৪৮ হাজার টন উৎপাদনের বিপরীতে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল ৪ লাখ ৭৩ হাজার টন। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ৩৯ লাখ টন উৎপাদনের বিপরীতে আমদানির পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৬ লাখ টনে দাঁড়িয়েছিল। ডিএই'র মহাপরিচালক এম আব্দুর রহিম বলেন, আমাদের এখন আর পেঁয়াজ আমদানির প্রয়োজন নেই। আমরা ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ লাখ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধা গড়ে তুলেছি ৭ এর পাতায় দেখুন



শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশন: সরকারের নীতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। - পিআইডি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বেকার তৈরির কারখানা বানানো যাবে না: শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত করা যাবে না। শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের মধ্যে কার্যকর সংযোগ তৈরি করতে হবে। গতকাল রবিবার (২২ নভেম্বর) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশন: সরকারের নীতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা ৭ এর পাতায় দেখুন

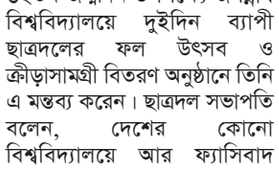
৮৪ মিশনে কর্মরতদের সন্তানদের শিক্ষাভাতা বাড়াল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার :
বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৮৪টি মিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাভাতা বাড়িয়েছে সরকার। নতুন সিদ্ধান্তে মিশনগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে শিক্ষাভাতার সীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে দুই সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ৩৮ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৪৭ লাখ ৩৪ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। গত ১৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা-২ শাখার উপসচিব র হ ম আলাওল কবির স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চলতি বছরের ২০ এপ্রিলের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাভাতা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন প্রজ্ঞাপনে মিশনের অবস্থান, জীবনযাত্রার ব্যয় ও শিক্ষার খরচ বিবেচনায় চারটি গ্রুপে ভাতার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ-লেভেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে ৭ এর পাতায় দেখুন



ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছে দামি ফল পার্সিমন

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দামি ফল পার্সিমন। একসময় অপরিচিত থাকলেও দেশে এই ফলের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি হওয়া পার্সিমন ফলের উৎস মূলত ভারত। কাশ্মীর-হিমাচল প্রদেশে উৎপাদিত ফলগুলো বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পার্সিমনের চাহিদা বাড়ছে। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই ফল বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতেও রপ্তানি করছে ভারত। প্রধানত সড়কপথে ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয় দামি ফল পার্সিমন। শরৎকাল থেকে ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারি পর্যন্ত পার্সিমনের মৌসুমে এই রপ্তানি চলে। তবে উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম হলেও গুণগত মান, প্যাকেজিং এবং আকাশপথে পরিবহনের অতিরিক্ত খরচের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়ছেন ভারতীয় রপ্তানিকারকরা। সূত্র ৭ এর পাতায় দেখুন


চাহিদার বিপরীতে ৫০.৯০ লাখ টনেরও বেশি পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় ৪১.৩৯ শতাংশ বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে দেবে না ছাত্রদল : রাকিব

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল আর ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। গতকাল রবিবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিন ব্যাপী ছাত্রদলের ফল উৎসব ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। ছাত্রদল সভাপতি বলেন, দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে দেবে না ছাত্রদল। বাংলাদেশে যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তারা যেন কখনও পুনর্বাসিত হতে না পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জাগ্রত রয়েছে। রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে রয়েছে, সেভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও জাগ্রত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

পারমাণবিক নীতি কি বদলাচ্ছে ইরান?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ■
ইরান কি তার পুরোনো পারমাণবিক নীতি থেকে সরে আসছে? দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সাম্প্রতিক কথায় এই প্রশ্নই এখন সবার মুখে মুখে। আরাগচি জানিয়েছেন, ইরানের কাছে থাকা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশের 'প্রয়োজন অনুযায়ী' ব্যবহার করা হবেড়আর সেই প্রয়োজন কীভাবে ঠিক হবে, তা পরিস্থিতিই বলে দেবে। শনিবার (২১ নভেম্বর) ইরানি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ পারমাণবিক নীতি নিয়ে ভেতরে এখন 'বড় ধরনের কৌশলগত বিতর্ক' চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মাঝে আরাগচির এই বক্তব্য নতুন গুঞ্জন তৈরি করেছে। ইরান হয়তো কেবল শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের পুরোনো অবস্থান বদলাতে পারে। যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ইরানের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র না বানানোর পাকা কথা চাইছে, ঠিক তখনই ইরানের এমন ইঙ্গিত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বহু বছর ধরে ইরান বলে আসছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন, চিকিৎসা গবেষণা আর কৃষির মতো শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য। প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির জারি করা এক ধর্মীয় ফতোয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্ত

সংশোধন হচ্ছে ব্যাংক

মালিকানা ও পরিচালনায় পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কমাতে আইনের ১৫ ধারার উপধারা (১০) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে একটি একক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য একই সময়ে কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক থাকতে পারেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এ সংখ্যা কমিয়ে দুজন করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া একই পরিবারের সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগও কমানোর প্রস্তাব রয়েছে। আইনের ২৩ ধারার উপধারা (১)-এর দফা (কক) সংশোধন করে একই পরিবারের সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক থাকার সংখ্যা সর্বোচ্চ দুটি থেকে কমিয়ে একটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকলে পরিচালকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে ইনসাইডার লেন্ডিং বা অভ্যন্তরীণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঋণ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পরিচালকদের মেয়াদ ছয় বছরে সীমিত করার উদ্যোগ সমর্থন করা উচিত। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসেবে ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনায় পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কমানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু পরিবারের সরাসরি সদস্যদের পরিচালকের সংখ্যা কমানো নয়, পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদে প্রভাব বিস্তারের সুযোগও সীমিত করতে চায় সংশোধনী প্রস্তাবটি। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার বলেন, এক পরিবার থেকে দুজনের বেশি সদস্যের ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে থাকা উচিত নয়। অতীতে এক পরিবার থেকে একাধিক সদস্যের পরিচালক হওয়ার সুযোগ ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনায় পারিবারিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করেছে। তাই এ সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ অবশ্যই নেওয়া উচিত।

পরিচালকদের মেয়াদ অর্ধেক করার প্রস্তাব : ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে দীর্ঘদিন একই ব্যক্তির অবস্থান সীমিত করতে পরিচালকদের একটানা দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১২ বছর থেকে কমিয়ে ছয় বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনের ১৫ক ধারায় এ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি একটি ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক পদে একটানা সর্বোচ্চ ১২ বছর থাকতে পারেন। প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্যকর হলে এ সময়সীমা হবে ছয় বছর। তবে ছয় বছর দায়িত্ব পালনের পরপরই আবার একই ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকবে না। এ ক্ষেত্রে আগের মতোই তিন বছর বিরতি দেওয়ার বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিচালক পদে তিন বছরের কম সময় দায়িত্ব পালন করলেও সেই সময়কে একটানা ছয় বছরের মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর যৌক্তিকতা হিসেবে পরিচালনা পর্ষদে করপোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। খসড়ার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ২০১৮ সালের সংশোধনীর আগে ব্যাংকের পরিচালকদের একটানা দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছিল ছয় বছর। ২০১৮ সালের সংশোধনীতে তা বাড়িয়ে নয় বছর এবং ২০২৩ সালের সংশোধনীতে আরও বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়। এবার আবার ছয় বছরে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে ড. জাইদি সাত্তার বলেন, ছয় বছর পরিচালকের দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট সময়। তিনি নিজেও একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। তার প্রশ্ন, একজন পরিচালক ছয় বছরের বেশি সময় দায়িত্বে থাকবেন কেন

সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় : তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকলে পরিচালকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে ইনসাইডার লেন্ডিং বা অভ্যন্তরীণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঋণ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পরিচালকদের মেয়াদ ছয় বছরে সীমিত করার উদ্যোগ সমর্থন করা উচিত।

বাড়বে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা : ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনের ১৫ ধারার উপধারা (৯) সংশোধন করে এ পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সর্বোচ্চ ২০ জন পরিচালক থাকতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অন্তত তিনজন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকার বিধান রয়েছে। তবে পরিচালকের সংখ্যা ২০ জনের কম হলে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা অন্তত দুজন হতে পারে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসংখ্যা ২০ জন হলে অন্তত চারজন স্বতন্ত্র পরিচালক রাখার কথা বলা হয়েছে। আর পরিচালকের সংখ্যা ২০ জনের কম হলে অন্তত তিনজন স্বতন্ত্র পরিচালক রাখতে হবে। অর্থাৎ পরিচালনা পর্ষদে সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী স্বতন্ত্র পরিচালকের ন্যূনতম সংখ্যা বাড়বে। পাশাপাশি স্বতন্ত্র পরিচালকের সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও শেয়ারধারকদের কাছ থেকে স্বাধীন থেকে নিজস্ব মতামত দেবেন। ব্যাংক বা ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার অতীতের অন্তত তিন বছরের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা থাকলে তাকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হিসেবে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা, পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অতীত স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

ইরানের সরকার পরিবর্তনে আগ্রহ

পরিবর্তনের কোনো আগ্রহ যুক্তরাষ্ট্রের নেই এবং ওয়াশিংটন সেই চেষ্টা করছেও না; ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে শুধু একটি স্থায়ী চুক্তি করতে আগ্রহী। এমন একটি চুক্তি যা চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাবে এবং ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করা থেকে বিরত রাখবে। ২১ নভেম্বর শনিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে তিনি কখনোই খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ফক্স নিউজকে ট্রাম্প বলেন, "সত্যি বলতে, (ইরানের) সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আমার কখনোই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। অনেকে একে 'শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন' (রেজিম চেঞ্জ) বলে থাকেন। আমি ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে সরিয়ে দিয়েছি, আর এখন তৃতীয় গোষ্ঠীর বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি। সুতরাং, একে আপনারা শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিবর্তন বলতে পারেন। 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' গোষ্ঠী বলতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মূলত ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং তার ছেলে আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির প্রসঙ্গ টেনেছেন। গত ২৮ তারিখ ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান 'অপারেশন এপিক ফিউরি' শুরুর দিনই তেহরানে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর বোমার আঘাতে নিহত হন আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, তার স্ত্রী, পুত্রবধূ ও নাতনি এবং মোজতবা খামেনি হন গুরুতর আহত। বর্তমানে অজ্ঞাতস্থানে চিকিৎসাধীন আছেন মোজতবা। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি; তবে প্রেসিডেন্ট গত কয়েক মাসে কয়েকবার বলেছেন যে মোজতবার আর কখনও ইরানকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক সুস্থতা ফিরে পাবেন না। 'অপারেশন এপিক ফিউরি' অভিযানে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ ইরানের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ফক্স টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের বিষয়ে মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরানের বর্তমান নেতৃত্বকে 'যৌক্তিক' বলে অভিহিত করলেও, তাদের সঙ্গে কাজ করাকে 'কঠিন' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, "তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে অনেক আলাদা। সম্ভবত, তারা আগের নেতৃত্বের চেয়ে চেয়ে অনেক বেশি যৌক্তিক। তবে তাদের সঙ্গে কাজ করা খুবই কঠিন। আমরা যে চুক্তিই করি, পরের দিনই তারা তা ভেঙে ফেলে। সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি স্থায়ী চুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যা সংঘাতের অবসান ঘটাবে, অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনবে এবং ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখবে। তিনি বলেন, "আমি এমন একটি চুক্তি করতে চাই যা স্থায়ী হবে। আমি কোনোভাবেই তাদের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সুযোগ দেবো না। ফক্স নিউজকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন যে তিনি এমন একটি চুক্তি চান যা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো 'অযোগ্য প্রেসিডেন্ট' ক্ষমতায় এলেও' কার্যকর থাকবে। এর আগে বৃহস্পতিবার একটি ইসরায়েলি টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি কোনো 'তাড়াহুড়ো' করছেন না এবং ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা ঠিক করার জন্য তিনি ২০২৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন।

মানবিকতা নির্ভর ও জনকল্যাণমুখী

পাশে দাঁড়াবে। গতকাল রবিবার বিকেলে রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সাত পরিবারের হাতে নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর শেষে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় সমাজের বিত্তবানসহ সর্বস্তরের মানুষকে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান ডা. জুবাইদা রহমান। তিনি বলেন, শুধু সরকারের একার পক্ষে মানুষের সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, এজন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ গঠন ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই একটি সুন্দর, বৈষম্যহীন ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনে সহযোগিতার পাশাপাশি তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন ডা. জুবাইদা রহমান।

সীমান্তের ওপারে আমাদের

আছে, কিন্তু কোনো প্রভু নেই। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে নেত্রকোনার কলমাকান্দায় জেলা পরিষদের মাল্টিপারপাস হলরুমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী পোলিং এজেন্টদের সম্মানে আয়োজিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। কায়সার কামাল বলেন, বিএনপি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দেশে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল কখনোই গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাস করেনি। স্বাধীনতার পর বাকশাল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অতীতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ার অভিযোগে জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, দেশের বাইরে অবস্থান করে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। লন্ডনে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এবং নিউইয়র্কে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর হামলা, বিভিন্ন স্থানে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ ও গার্মেন্টসশিল্পে হামলার অভিযোগ উদ্বেগজনক। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি পোশাকশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে শ্রমিকসহ পুরো অর্থনীতি ক্ষতির মুখে পড়বে। তিনি আরও বলেন, দেড় মাসে ১ হাজার ৪০০ মানুষ হত্যার অভিযোগসহ অতীতের সহিংসতার ঘটনা দেশবাসী ভুলে যায়নি। এখন আবার সহিংসতার মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা কোনোভাবেই কাম্য নয়। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, এমন একটি দেশ গড়তে হবে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা, আইনের শাসন ও সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। কেউ আশরাফ, কেউ আতরাফ নয়; সবাই সমান নাগরিক মর্যাদা ভোগ করবেন। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে দল-মতনির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিএনপি একটি মানবিক ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চায়। এ জন্য দলের নেতাকর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ খায়ের। বক্তব্য দেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান এজেন্ট ও জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এজমল হোসেন পাইলট, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ভূইয়া, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আনিছুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৪৪৬ জন পোলিং এজেন্ট অংশ নেন।

২৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান

আগামী চার বছরে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রতিবছর ১০০ জন করে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগামী চার বছরে দেশে ২৫ হাজারেরও বেশি নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উৎপাদন ও বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে এসএমই খাত বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের অবদান অপরিসীম। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, জার্মানি ও ইতালিসহ বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে মোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। বাংলাদেশকেও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর করতে এসএমই খাতের উৎপাদন ও সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিতে হবে। মূলধন ও প্রযুক্তির অভাব, ঋণপ্রাপ্তির জটিলতা, দক্ষ জনবলের সংকট এবং বিপণন সমস্যা এ খাতের বিকাশের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এসব সমস্যা দূর করতে সহজ শর্তে ঋণ, আধুনিক প্রশিক্ষণ, নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্লাস্টিক, হস্তশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি ও সৃজনশীল শিল্পসহ নতুন নতুন খাতের পণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশের সময় এসেছে। ইতালির শিল্প ক্লাস্টারভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষায়িত পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিচিত। কোনো কোনো এলাকায় চামড়াজাত পণ্য ও জুতা, আবার কোথাও সিরামিক টাইলস উৎপাদন হয়। এভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমন্বয়ে দেশটি বিশ্ববাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে দেশের ১৭৭টি সম্ভাবনাময় শিল্প ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে। এসব ক্লাস্টারকে 'ওয়ান ভিলেজ, ওয়ান প্রোডাক্ট' এবং সৃজনশীল অর্থনীতির কর্মসূচির আওতায় বিকশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ও সৃজনশীল পণ্যের উন্নয়নে জাতীয় ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। তিনি বলেন, এসব পণ্যের আধুনিক নকশা, গুণগত মান ও যথাযথ প্যাকেজিং নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতি বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকেও সরকার আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবে। বিদেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলোতে বাংলাদেশি এসএমই উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মেলার আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিঙ্গাপুর, লন্ডন কিংবা প্যারিসের মতো শহরে সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সরাসরি বিদেশি ক্রেতাদের কাছে তাদের পণ্য তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি তুরস্কে অনুষ্ঠিত কপ-৩১ সম্মেলনে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যসহ বিভিন্ন শিল্পপণ্য প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, সেখানে বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশের পণ্যের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অনেকেই পণ্যের অর্ডার দিতে চেয়েছেন। কিন্তু অর্ডার গ্রহণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকায় সে সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে বিদেশি ক্রেতারা তাৎক্ষণিকভাবে অর্ডার দিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং ও লেনদেনের ব্যবস্থা সেখানেই থাকে। আগামী পাঁচ বছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অন্তত ৫০ হাজার উদ্যোক্তাকে ব্র্যান্ডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ই-কমার্স বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি 'মেড ইন বাংলাদেশ' ও 'ক্রিয়েটেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, জিআই, ট্রেডমার্ক ও ডিজাইন নিবন্ধনে সহায়তা এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। তাদের মেধা, শ্রম ও সৃজনশীলতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এবারের এসএমই মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের প্রায় ৬০ শতাংশ নারী।

মালিক-শ্রমিকসহ সবাই

মন্তব্য করেন। আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, নেক্সট ইয়ারে দেখতে চাই, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে একটা গুড ফ্যামিলি বন্ডিংয়ের জন্য। আশ করবো, এই মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা, আমাদের শিল্পের মালিকদের যে প্রত্যাশা, বাংলাদেশের মানুষের যে প্রত্যাশাড় সেটা পূরণ করবেন। তিনি বলেন, এই শ্রমিকদের কল্যাণের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ছয়টি মেডিক্যাল হাসপাতাল করার জন্য, ১০০ বেডের হাসপাতাল করার জন্য, আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে আমাদের সেই জমিগুলো দেখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই হাসপাতালের কার্যক্রমটা শুরু করবো। বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব সরকার। আমরা আশা করি, শ্রমিক ও মালিক মিলে আমরা এ দেশের শিল্পের একটা আমূল পরিবর্তন করবো।

৭ জেলায় ৯৫ প্লাটুন বিজিবি

বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এবং জননিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বিজিবি সদস্যরা সচেষ্ট রয়েছেন। মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিজিবি সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া লাইভ ফুটেজ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যরা সীমান্তে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্বাভাবিক চলাচল ও দৈনন্দিন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিজিবি বদ্ধপরিকর বলেও জানান জনসংযোগ কর্মকর্তা।

হামে একদিনে ৯ শিশুর

সর্বোচ্চ ১১ শিশুর মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ১০ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মারা গেছে ১ হাজার ২৪৭ শিশু। অন্যদিকে, নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ১০৫ শিশুর। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৭৬ শিশুর। একই সময়ে সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ১৬২ শিশু। নতুন শনাক্ত নিশ্চিত রোগীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪৩, সিলেটে ১৮ এবং চট্টগ্রামে ১৫ শিশু রয়েছে। অন্যদিকে, সন্দেহজনক রোগীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫০৩, চট্টগ্রামে ২২৮, সিলেটে ১৫৮, বরিশালে ১০০, ময়মনসিংহে ৫৩, খুলনায় ৪৯, রংপুরে ৩৬ এবং রাজশাহীতে ৩৫ শিশু রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২১ নভেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৮৬। এ সময়ে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ২৬ হাজার ১৩৬ শিশু। এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২ লাখ ২৯ হাজার ৫৩০ শিশু। এর মধ্যে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার ৭০৫ শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৬৪ শিশু। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৯৮৭ শিশু। বিভাগভিত্তিক মৃত্যুর পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৫৬০ শিশু। এরপর সিলেটে ২২২, চট্টগ্রামে ১২৮, ময়মনসিংহে ৯৫, রাজশাহীতে ৯৩, বরিশালে ৭০, খুলনায় ৬১ এবং রংপুরে ১৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, নিশ্চিত হামে মৃত্যুর ক্ষেত্রেও শীর্ষে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। এ বিভাগে এখন পর্যন্ত ৬৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেট ও রাজশাহীতে তিনজন করে এবং ময়মনসিংহে দুই শিশু মারা গেছে।

জিয়াউল আহসানের

আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ দিন নির্ধারণ করেন। অন্য দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, মামলায় জিয়াউল আহসানের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার থেকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হবে। রোববার আসামিপক্ষের হয়ে সাফাই সাক্ষ্য দেন আইনজীবী তাসলিমা জাহান পপি। এর আগে গত ১৯ নভেম্বর মামলার ১৫তম সাক্ষী ও তদন্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং আসামিপক্ষের জেরা সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য উপস্থাপনের পর্ব শেষ হয়। পরে আসামিপক্ষের সাফাই সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণের কার্যক্রমও শেষ হয়। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি। প্রথম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) ইকবাল করিম ভূ

ঝুঁকিতে দেড় লাখেরও

অপস মেগা অভিযানে মোট ২৭০ জন কাগজপত্রহীন শ্রমিক আটক হন। তাদের মধ্যে ১৯১ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। পেরাকের চেমরের কানথান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে দুটি রাবার গ্লাভস কারখানায় রাতের অভিযানে ৭৯ জন বাংলাদেশি গ্রেফতার হন। কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা ভিজিট পাসের অপব্যবহার করছিলেন এবং কেউ কেউ মেয়াদ শেষের পরও থেকে গিয়েছিলেন। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে এক অভিযানেই ১২৩ জন বাংলাদেশিকে প্রবেশ করতে না দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা না থাকা, সন্দেহজনক হোটেল বুকিং ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য পরিষ্কার না করতে পারেই ছিল এর কারণ। আরেক অভিযানে আরও ৮০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়। কুয়ালালামপুরের জালান চান সো লিনে অপস সেরকাপে ১১টি প্রাঙ্গণে একসঙ্গে অভিযান চালিয়ে মোট ৩০ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ১১ জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে জাল ই-পিএলকেএস ও জাল পুলিশ রিপোর্ট বানানোর চক্র চালানোর অভিযোগ আনা হয়। বাকি ১৯ জনের মধ্যে ১৬ জন বাংলাদেশি বিভিন্ন অভিবাসন অপরাধে আটক হন। কুয়ালালামপুরে থাকা শ্রমিকরা জানান, ট্যুরিস্ট ভিসায় যেতে খরচ কম মনে হলেও পরে জাল পারমিট, স্পেশাল পাস, ডিটেনশন থেকে ছাড়ানো, দেশে ফেরতের টিকিট ও জরিমানা মিলিয়ে খরচ বৈধভাবে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে যায়। অনেক সময় মালিক বেতন আটকে রাখেন। কারণ তিনি জানেন অবৈধ শ্রমিক পুলিশের কাছে যেতে পারবে না। আর এই কারণে বেতন না পাওয়া, পাসপোর্ট আটকে রাখা ও অতিরিক্ত কাজ করানোর মতো শোষণ বেশি হয়। দেশটিতে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট না থাকলে সাধারণত বৈধ চুক্তি, বিমা ও চিকিৎসা সুবিধা থাকে না। কারখানায় দুর্ঘটনা হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি ডিটেনশন ক্যাম্পে মাসের পর মাস আটকে থাকার ঘটনাও ঘটে। ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে মালয়েশিয়ায় কাজ করা মানে প্রতিদিন গ্রেফতার, জরিমানা, জেল, ডিটেনশন, ব্ল্যাকলিস্ট ও দেশে ফেরতের ঝুঁকি নিয়ে থাকা। কখনোই দালালের দেওয়া 'পারমিট হয়ে যাবে', এই আশ্বাসে আইন বদলায় না। শ্রমিক আটকের এই পরিসংখ্যানের পেছনে রয়েছে প্রতিদিনের আতঙ্কে থাকা মানুষের গল্প। নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শ্রমিক, যিনি সেলাঙ্গরে একটি কারখানায় কর্মরত, তিনি বলেন, দালাল বলেছিল ট্যুরিস্ট ভিসায় যাওয়ার এক মাসের মধ্যে পারমিট করে দেবে। কিন্তু আট মাস হয়ে গেলেও পারমিটের কোনো খবর নেই। তার ভাষায়, কারখানায় কাজ করলেও রাস্তায় পুলিশ দেখলেই বুক কাঁপে, ধরা পড়লে সব শেষ, দেশে ফেরত, আর টাকাও শেষ।

সাভার-আশুলিয়ায় ২১ কারখানা

কারখানাগুলোতে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করছেন। রবিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত কোথাও বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন কারখানা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বলছেন, গত কয়েক দিনের তুলনায় সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, কয়েকটি কারখানার সামনে শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় ছুটির নোটিশ টাঙানো থাকলেও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিছু কারখানায় সকালে ছুটি ঘোষণা করা হলেও দুপুরে অতিরিক্ত সময় (ওভারটাইম) হিসেবে কাজ চলছে। আগের দিনগুলোর তুলনায় শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো।

শিশুদের সামাজিক মাধ্যম

দায়ের হওয়া এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রবিবার (২২ নভেম্বর) বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। জনস্বার্থে এই রিট আবেদনটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ফায়সাল দস্তগীর। আদালত একই সঙ্গে এ বিষয়ে রুল জারি করেছেন। ১৬ বছর বা তার কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে একটি নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং এই নীতিমালা প্রণয়ণে ও শিশুদের ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব নিরুপণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে বিবাদীদের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, রুলে তা জানতে চেয়েছেন আদালত। বিবাদীদের আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই রুলের জবাব দিতে হবে। পরে আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ফায়সাল দস্তগীর বলেন, কোনও নীতিমালা না থাকায় বাংলাদেশে শিশুরা অবাদে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে। এতে নানাভাবে তারা প্রভাবিত হচ্ছে। অনেকের মধ্যে একাকীত্ব, হতাশা ইত্যাদি অনুসঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আইসিডিডিআর,বি এক গবেষণা প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে রিট আবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার পাঁচ জন শিশুর মধ্যে চার জনেরও বেশি (৮৩ শতাংশ) প্রতিদিন দুই ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিনের সামনে কাটায়। শিশুদের বিনোদনমূলক স্ক্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুপারিশকৃত সময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এই ব্যবহার। গবেষণায় অংশ নেওয়া শিশুরা স্মার্টফোন, টেলিভিশন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার ও গেমিং ডিভাইস ব্যবহারে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ দশমিক ৬ ঘণ্টা ব্যয় করছে। গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু চোখের সমস্যায় ভুগছে। অন্যদিকে, ৮০ শতাংশ শিশুর প্রায়ই মাথাব্যথা হচ্ছে। প্রতিদিন দুই ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিন ব্যবহার করা শিশুদের ঘুমের সময়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তারা রাতে গড়ে মাত্র ৭ দশমিক ৩ ঘণ্টা ঘুমায়। অথচ এই বয়সী শিশুদের সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী শিশুদের প্রায় ১৪ শতাংশ অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় ভুগছে। অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে কাটানো শিশুদের মধ্যে এ হার তুলনামূলক বেশি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, শৈশবে দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলে স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, শেখার ক্ষমতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পাশাপাশি শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে শিশুদের সামগ্রিক মানসিক সুস্থতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রেমিট্যান্সের নতুন

পাঠানো অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করছে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী চট্টগ্রামের আশিক মজুমদার বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এখন বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে অর্থ পাঠানো আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। তিনি সহজেই বাংলাদেশে থাকা বাবার ভরণপোষণের জন্য অর্থ পাঠাতে পারছেন। রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ করতে নেওয়া উদ্যোগগুলোরও প্রশংসা করেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে দেশে মোট ১ হাজার ১৪৬ কোটি ৫৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে, যার পরিমাণ ২১৯ কোটি ৮৪ লাখ ৯০ হাজার ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটি থেকে এসেছে ১৬১ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০৫ কোটি ৩৫ লাখ ২০ হাজার ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১০২ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার ডলার ও মালয়েশিয়া থেকে ৯০ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে এটি অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা জোগাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রবাসী আয় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। এটি লাখ লাখ পরিবারের জীবনযাত্রায় সহায়তা করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ভোগ ও চাহিদা বাড়ায় এবং দেশের বৈদেশিক আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদার করে। অর্থনীতিবিদ ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত দেশগুলোতে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো গেলে বাংলাদেশের বিদেশে কর্মসংস্থানের গন্তব্য আরও বিস্তৃত হবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে রেমিট্যান্স আয়ের সম্ভাবনাও বাড়বে। তারা বলেন, প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো দেশগুলোতে দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারলে প্রবাসী আয়ের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ

(এনএসইউ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান এম এ কাশেমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জনাব আজিজ আল কায়সার, আজীবন সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদ ও মিসেস রেহানা রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী। সাক্ষাৎকালে এনএসইউর প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। প্রতিনিধিদল জানায়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এনএসইউ যৌথ গবেষণা, অ্যাকাডেমিক বিনিময় ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছে। এনএসইউ থেকে স্নাতক সম্পন্নকারী প্রায় ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতিকে পূর্বাচলে এনএসইউর নতুন ক্যাম্পাসের চলমান উন্নয়নকাজ সম্পর্কেও অবহিত করেন। প্রায় ৪০০ বিঘা জমির ওপর নির্মিত এই ক্যাম্পাসের অগ্রগতি এবং নতুন ক্যাম্পাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ও গবেষণা অবকাঠামো সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও তারা তুলে ধরেন। বিশেষভাবে প্রতিনিধিদল উল্লেখ করেন, ১৯৯৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে এবং দেশের শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, যে শিক্ষাব্যবস্থা বেকারত্ব সৃষ্টি করে এবং কর্মোপযোগী নয়, তা থেকে আমাদের ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। সাক্ষাৎকালে এনএসইউর-এর আসন্ন ২৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য (চ্যান্সেলর) হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার আশ্বাস দেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিব উপস্থিত ছিলেন।

শেয়ারবাজারে বড় উত্থান, লেনদেন

বাড়তে থাকে। ফলে শুরুতেই মূল্যসূচকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল। বরং শেষ দিকে দাম বাড়ার গতি আরও বাড়ে। এতে সবকটি মূল্যসূচক বেড়ে দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিন শেষে ডিএসইতে ২১২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১০৫টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৬টির। ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ কিংবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১১৮টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। কমেছে ৫৪টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২০টির দাম। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৪৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। কমেছে ১০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে দুটি কোম্পানির শেয়ারের দাম। এদিকে, বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ায় 'জেড' গ্রুপে থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৬টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ৪১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৪টির দাম। এছাড়া পাঁচটি মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বেড়েছে, কমেছে ১১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৫টির দাম। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বাড়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের কার্যদিবসের তুলনায় ৫৯ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫৬৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক এক পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৭৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর বাছাই করা ৩০টি ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক ১৪ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১০০ পয়েন্টে উঠেছে। সূচকের পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এদিন বাজারটিতে ১ হাজার ২২০ কোটি ১৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৭৪৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। সেই হিসাবে এক দিনের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে ৪৭৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এর আগে গত ২ আগস্ট ডিএসইতে ১ হাজার ২৫৭ কোটি ৬২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছিল। এরপর এদিনই সর্বোচ্চ লেনদেনের দেখা মিলেছে। ডিএসইর লেনদেনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স। কোম্পানিটির ৫৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ৪৮ কোটি ১১ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালেক স্পিনিং। আর ৩৭ কোটি ৫৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সায়হাম টেক্সটাইল। লেনদেনের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আরও রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক, শাহজিবাজার পাওয়ার, ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং, প্রাইম ব্যাংক, একমি পেস্টিসাইড, সিটি ব্যাংক ও এনভয় টেক্সটাইল। অন্যদিকে, সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৮১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১০টির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। কমেছে ৫১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২০টির দাম। এতে সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ১৫৩ পয়েন্ট বেড়েছে। তবে বাজারটিতে লেনদেনের পরিমাণ কমে ২০ কোটি ৫৭ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আগের কার্যদিবসে সিএসইতে ২৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছিল।

বাংলাদেশি রোগীদের মাল্টিপল

জনগণের যোগাযোগ-এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে থাইল্যান্ডের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশি নাগরিকদের, বিশেষ করে যারা চিকিৎসার জন্য ভিসা আবেদন করেন; তাদের প্রতি থাইল্যান্ডের উদার সমর্থনের প্রশংসা করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি থাইল্যান্ডে বারবার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এমন রোগীদের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদানের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রদূত আশ্বস্ত করেন যে, যাদের প্রয়োজন, সেই সব রোগীদের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে। হুমায়ুন কবির আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনারশিপ মর্যাদার জন্য বাংলাদেশের আবেদন এবং রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ-এ যোগদানের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অব্যাহত সমর্থনের জন্য থাইল্যান্ড সরকারকে ধন্যবাদ জানান। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের দেওয়া রায়ের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বাংলাদেশ থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের বিষয়ে থাইল্যান্ডের অব্যাহত সমর্থন কামনা করেন। রাষ্ট্রদূত এসব বিষয়ে থাইল্যান্ডের পক্ষ থেকে অব্যাহত সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দেন।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে

বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর আগে গত ১৯ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায়ের প্রকৃত তথ্য গোপন করে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত যানবাহনের তুলনায় কম সংখ্যা দেখিয়ে টোল আদায়ের হিসাব দিচ্ছে। পাশাপাশি অনুমোদন ছাড়া টোল আদায়ের দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া এবং বাংলাদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত ও পদাবনতি করার অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর সেতু বিভাগে একটি প্রতিবেদন দেয় পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি)। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে টোল আদায়ের প্রকৃত তথ্য পর্যবেক্ষণে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সেতু বিভাগ। গত ২০ নভেম্বর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় নিয়ে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে এফডিইইর কাছে ব্যাখ্যা চায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ)। পাশাপাশি এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের সংখ্যা সরাসরি গণনার জন্য লোক নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছে সংস্থাটি। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীর (পিপিপি) একটি প্রকল্প। প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। আর নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেড। এ ছাড়া টোল আদায়সহ এক্সপ্রেসওয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওঅ্যান্ডএম) কাজে চীনা প্রতিষ্ঠান শ্যানডং হাইস্পিড ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পৃক্ততার বিষয়েও এফডিইইর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বিবিএ।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের

হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারিক প্রক্রিয়ার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে গাজী তামিম বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। এই তদন্ত দেশব্যাপী হবে। এ জন্য তদন্ত শেষ হতে কিছুদিন সময় লাগতে পারে। প্রসিকিউটর তামিম বলেন, 'এরই মধ্যে ট্রাইব্যুনালের একটি রায় দেখা গেছে। সেখানে আওয়ামী লীগের কয়েকজনের বিচারের জন্য একটি চার্জ ফ্রেম করা হয়েছিল। ওই চার্জে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী সংগঠন কি না, তা বিচার করা হয়। ওই আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন ট্রাইব্যুনাল। চার্জ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের শাস্তিও দিয়েছেন। ওই রায়ে আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে আমরা মনে করি। অতএব দেশব্যাপী বর্তমানে যেসব কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিফলন ওই রায়ে হয়েছে। আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করা ওই রায়ের আলোকে পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে কি নাড়্যাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রায়ের কপি হাতে পেলে বিস্তারিত জানানো হবে। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফের মামলায় দলটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে একটি চার্জ ফ্রেম করা হয়েছিল। সেই চার্জ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ মামলায় তারা সাজা পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের সময়সীমা কত দিন হতে পারে জানতে চাইলে গাজী তামিম বলেন, তদন্তের সময় সম্পর্কে এখনই বলা কঠিন, আপাতত তা বলা যাচ্ছে না।

৮৪ মিশনে কর্মরতদের

পড়াশোনার জন্য কিছু গ্রুপে আলাদা সীমা রাখা হয়েছে।

গ্রুপ 'ক': সর্বোচ্চ ৩৮ হাজার ডলার : এই গ্রুপে রয়েছে ১৫টি বাংলাদেশ মিশন। এসব মিশনে এ-লেভেল পর্যায়ে একজন সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ হাজার ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ৩৫ হাজার ডলার শিক্ষাভাতা পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে একজন সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ হাজার ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ৩৮ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সর্বোচ্চ এই ভাতার পরিমাণ প্রায় ৪৭ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। গ্রুপ 'ক'-তে রয়েছে বেইজিং, সিউল, টোকিও, হংকং, জাকার্তা, দোহা, ব্রাসেলস, জেনেভা, হেগ, স্টকহোম, ওয়ারশ, ভিয়েনা, মিলান, প্যারিস ও মস্কোর বাংলাদেশ মিশন।

গ্রুপ 'খ': দুই সন্তানে ৩২ হাজার ডলার : এই গ্রুপের ৪১টি মিশনে এ-লেভেল ও স্নাতক উভয় পর্যায়েই একই হারে শিক্ষাভাতা দেওয়া হবে। একজন সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ২১ হাজার ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ৩২ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। দুই সন্তানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই ভাতার পরিমাণ প্রায় ৩৯ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এই গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনি, নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন ও সিট্যুয়ে, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, নেপালের কাঠমান্ডু, ভুটানের থিম্পু, ভারতের মুম্বাই ও নয়াদিল্লি, পাকিস্তানের করাচি ও ইসলামাবাদ, জর্ডানের আম্মান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ও আবুধাবি, কুয়েত সিটি, সৌদি আরবের জেদ্দা ও রিয়াদ, ইরাকের বাগদাদ এবং সুদানের খার্তুম। এ ছাড়া আদ্দিস আবাবা, আবুজা, লন্ডন, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, মাদ্রিদ, রোম, বুখারেস্ট, ইস্তাম্বুল, আংকারা, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, মিয়ামি, লস অ্যাঞ্জেলেস, অটোয়া, টরন্টো, মেক্সিকো সিটি ও ব্রাসিলিয়ার বাংলাদেশ মিশনও এই গ্রুপে রয়েছে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এবং জেদ্দায় ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

গ্রুপ 'গ': দুই সন্তানে ২৮ হাজার ডলার : এই গ্রুপের ১৯টি মিশনে এ-লেভেল ও স্নাতক দুই পর্যায়েই একই সীমায় শিক্ষাভাতা দেওয়া হবে। একজন সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ২১ হাজার ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ২৮ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই সন্তানের জন্য ভাতার পরিমাণ প্রায় ৩৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। গ্রুপ 'গ'-তে রয়েছে সিঙ্গাপুর, হ্যানয়, ম্যানিলা, বন্দরসেরি বেগাওয়ান, চেন্নাই, মালে, বৈরুত, মানামা, কায়রো, তেহরান, নাইরোবি, প্রিটোরিয়া, আলজিয়ার্স, ত্রিপোলি, ফ্রিটাউন, এথেন্স, কোপেনহেগেন, বার্লিন ও লিসবনের বাংলাদেশ মিশন।

গ্রুপ 'ঘ': দুই সন্তানে ২৫ হাজার ডলার : এই গ্রুপের নয়টি মিশনে শিক্ষাভাতার সীমা তুলনামূলক কম। এ-লেভেল পর্যায়ে একজন সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ ২০ হাজার ৫০০ ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ২৫ হাজার ডলার দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে একজন সন্তানের জন্য ২১ হাজার ডলার এবং দুই সন্তানের জন্য ২৫ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। দুই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাতার পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩১ লাখ ১৪ হাজার টাকা। এই গ্রুপে রয়েছে চীনের কুনমিং, শ্রীলঙ্কার কলম্বো, ভারতের কলকাতা, গৌহাটি ও আগরতলা, উজবেকিস্তানের তাসখন্দ, ওমানের মাস্কাট, মরক্কোর রাবাত এবং মরিশাসের পোর্ট লুইসের বাংলাদেশ মিশন।

ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত : প্রজ্ঞাপনে শিক্ষাভাতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, সন্তানের পড়াশোনার প্রকৃত ব্যয়ের ১৫ শতাংশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বহন করতে হবে। বাকি ৮

সম্পাদকীয়

চাষের মাছেও মাইক্রোপ্লাস্টিক

ঝুঁকি কমানোর উপায় খুঁজতে হবে

আমাদের খাবার, পানি ও বাতাসের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রতিনিয়ত মানবদেহে প্রবেশ করছে, যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব না হলেও দৈনন্দিন জীবনে কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করে এর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছ চাষের পুকুরের পলি এবং মাছের নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন গবেষকেরা। এই গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পুকুরের তলদেশের পলিতে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার দূষণ রয়েছে। এর আগে নদী, সমুদ্র এবং এমনকি ইলিশ মাছেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল, তবে চাষের পুকুরে এ ধরনের সমন্বিত গবেষণা এবারই প্রথম। গবেষকদের মতে, এই তথ্যগুলো জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রবেশ প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় এই গবেষণাটিতে দেখা যায়– নির্বাচিত ২৫টি পুকুরের প্রতিটি পলির নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। মাছের নমুনায়ও এই ক্ষুদ্র কণাগুলোর উপস্থিতি মিলেছে, যা মৎস্যসম্পদ, পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব না হলেও দৈনন্দিন জীবনে কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করে এর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছ চাষের পুকুরের পলি এবং মাছের নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন গবেষকেরা।

গবেষণাটির শিরোনাম 'মাইক্রোপ্লাস্টিক ইন ফ্রেশওয়াটার অ্যাকুয়াকালচার: এভিডেন্স অব সেডিমেন্টফিশ ট্রান্সফার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইকোলজিক্যাল রিস্ক ইন বাংলাদেশ'। গবেষকদের দাবি, মিঠাপানির চাষের মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি নিয়ে এ ধরনের গবেষণা এই প্রথম, যা দেশের মৎস্যসম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। মিঠাপানির মাছ চাষের অন্যতম প্রধান অঞ্চল ময়মনসিংহের ত্রিশাল। এখানে নিবিড় ও আধা নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদন করা হয়। শীতকালে ২৫টি খামার থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে চাষের মাছ উৎপাদনে অন্যতম শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। কোটি কোটি মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ এবং পুষ্টির জোগান দিতে এই খাতের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু প্লাস্টিক দূষণের এই ছোবল যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে দেশের সফল এই মৎস্য খাত যেমন ভাবমূর্তি-সংকটে পড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। পুকুরপাড়ে যত্রতত্র পোলট্রি খামার স্থাপন ও প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তরকে চাষের মাছের খাদ্য বা ফিডের মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য মাছ চাষ অঞ্চলের পুকুর ও জলাশয়গুলোয়ও বৃহৎ পরিসরে নিয়মিত পরীক্ষা ও মনিটরিং চালানো প্রয়োজন।

আর্থিক সাফল্যের জন্য পেশাদার পরামর্শকের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বে মানুষ অর্থ উপার্জনের পেছনে অন্ধের মতো ছুটছে। করপোরেট চাকরি, ব্যবসা, স্বাধীন পেশা কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে বিষয়বস্তু তৈরিসব মাধ্যমেই আজ উপার্জনের সুযোগ অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু একটি অদ্ভুত ও নির্মম সত্য হলো, অনেক মানুষ আকাশচুম্বী আয় করার পরও জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েন কিংবা ধনী হয়েও ভেতর থেকে নিঃস্ব থেকে যান। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়? প্রচুর আয় করা সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে দিন শেষে আর্থিকভাবে অসচ্ছল থেকে যান? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থাপনা, মনস্তত্ত্ব এবং পেশাদার আর্থিক পরামর্শকের অপরিহার্যতা সামনে চলে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও লেখক ড. টমাস জে. স্ট্যানলি তাঁর বিশ্বখ্যাত বেস্টসেলার বই দ্য মিলিয়নেয়ার নেক্সট ডোর: দ্য সারপ্রাইজিং সিক্রেটস অব আমেরিকাস ওয়েলদি-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, বাইরে থেকে প্রচুর আয় করেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করেনড় এমন অনেক মানুষের বড় একটি অংশ প্রকৃত অর্থে সম্পদ গড়ে তুলতে পারেন না। তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন ঠিকই, কিন্তু সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার অভাবে সেই অর্থ ধরে রাখতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন পরিচিত আর্থিক বিশ্লেষক ও লেখক রামিত শেঠি তাঁর আই উইল টিচ ইউ টু বি রিচ বইয়ে বারবার জোর দিয়েছেন, শুধু বেশি আয় করলেই আর্থিক স্বাধীনতা আসে না; আয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা না জানলে সেই টাকা জলের মতো গলে যায়। এসব লেখকের মূল বক্তব্য হলো, অর্থের পরিমাণই বড় বিষয় নয়; বড় বিষয় হলো সেই অর্থ কীভাবে রক্ষা করা হচ্ছে এবং কীভাবে তার পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

এখানেই একজন পেশাদার আর্থিক পরামর্শকের আসল ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়। একজন সাধারণ মানুষ যখন প্রচুর টাকা আয় করতে শুরু করেন, তখন তিনি আবেগের বশে অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাসে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কর ব্যবস্থাপনা, মুদ্রাস্ফীতি, দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ গঠন, শেয়ার বা বন্ডে বিনিয়োগ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাব সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় নিখুঁতভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। এখানেই প্রয়োজন হয় একজন অভিজ্ঞ পরামর্শকের। একজন দক্ষ আর্থিক পরামর্শক কেবল টাকার হিসাব মেলান না; তিনি গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদি জীবনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে দেন। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের বিভিন্ন আর্থিক গবেষণায় পেশাদার পরামর্শের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একজন দক্ষ পরামর্শক তথ্য, পরিসংখ্যান ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন। ফলে আবেগের বশে নেওয়া ভুল আর্থিক সিদ্ধান্ত এড়ানো সম্ভব হয়।

মনে রাখা দরকার, আর্থিক সাফল্য কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়; এটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সঠিক দিকনির্দেশনার সুফল। আপনার পকেটে কত টাকা আসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই টাকার কতটা আপনার কাছে থাকছে এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্মত সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে কি না।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আরও বেশি বৈচিত্র্যময় ও জটিল। এখানে প্রচলিত সঞ্চয় প্রকল্প, ব্যাংকিং খাতের অস্থিরতা, জমি ও ফ্ল্যাট কেনার প্রবণতা এবং পুঁজিবাজারের ওঠানামা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। অনেক সফল ব্যবসায়ী বা উচ্চ আয়ের চাকরিজীবীও ভুল জায়গায় বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হন কেবল সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে। একজন আর্থিক পরামর্শক ঠিক এই জায়গায় সুরক্ষাবলয় হিসেবে কাজ করতে পারেন। ব্যক্তিগত পরামর্শ কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শসেবার মাধ্যমে আমি নিজেও প্রতিদিন এ কাজটি করে যাচ্ছি। আমার প্রতিদিনের পেশাগত অভিজ্ঞতায় দেখি, কীভাবে উচ্চ আয়ের করপোরেট নির্বাহী বা উদ্যোক্তারা নগদ অর্থের প্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পেরে সমস্যায় পড়ছেন। যখন তাঁদের সামনে সুনির্দিষ্ট বাজেট পরিকল্পনা, কর ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়, তখন তাঁদের বহু বছরের আর্থিক জটিলতা অনেকটাই সহজ হয়ে আসে। মানুষ বুঝতে পারেন, টাকা জমানো বা সম্পদশালী হওয়া কোনো জাদুকরি বিষয় নয়; এটি পুরোপুরি একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের ফল। পরামর্শক বা পথপ্রদর্শকের গুরুত্ব কেবল অঙ্কের হিসাবে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের আচরণগত অর্থনীতির সঙ্গেও জড়িত। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ রিচার্ড থেলার এবং মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কানিম্যান দেখিয়েছেন, মানুষ আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সব সময় যৌক্তিক থাকে না; বরং লোভ, ভয় এবং সামাজিক অনুকরণের প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়। শেয়ারবাজারে দরপতন হলে আতঙ্কিত হয়ে শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে বা বিলাসবহুল গাড়ি কিনে আত্মতৃপ্তি পাওয়ার প্রবণতা মানুষকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। একজন আর্থিক পরামর্শক হলেন সেই নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যিনি গ্রাহকের আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। তিনি আয়নার মতো গ্রাহককে দেখিয়ে দেন, কোথায় তাঁর অর্থ অপচয় হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপটি জরুরি।

মনে রাখা দরকার, আর্থিক সাফল্য কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়; এটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সঠিক দিকনির্দেশনার সুফল। আপনার পকেটে কত টাকা আসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই টাকার কতটা আপনার কাছে থাকছে এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্মত সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে কি না।

সঠিক আর্থিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞ পরামর্শকের দিকনির্দেশনা নিয়ে এগোতে পারলে বড় অঙ্কের আয় করেও আর্থিকভাবে অসচ্ছল থেকে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। জীবন যখন বহুমুখী আর্থিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, তখন একজন বিশ্বস্ত পরামর্শকের দিকনির্দেশনা হতে পারে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরি

বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হলে সাধারণত উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারদর নিয়ন্ত্রণ কিংবা সরকারি খাদ্য মজুতের বিষয়গুলো সামনে আসে। কিন্তু এর সঙ্গে আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত: যে কৃষক দেশের মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করেন, তার নিজের জীবন ও জীবিকা কতটা নিরাপদ? কৃষক যদি উৎপাদন খরচ তুলতে না পারেন, ন্যায্য দাম না পান কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঋণের বোঝায় পড়েন, তাহলে দেশের খাদ্যব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে কতটা টেকসই থাকবে?

আজ ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য 'Innovate today. Nourish tomorrow.—A_©vr, 'আজ উদ্ভাবন, আগামী দিনের পুষ্টি'। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) নির্ধারিত এই প্রতিপাদ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভবিষ্যতের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তবে উদ্ভাবনের সুফল যদি কৃষকের কাছে না পৌঁছায়, উৎপাদিত খাদ্য যদি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকে এবং পুষ্টিকর খাবার যদি সবার জন্য নিশ্চিত না হয়, তাহলে খাদ্যব্যবস্থার প্রকৃত রূপান্তর ঘটবে না। বিশ্ব খাদ্য দিবস তাই কেবল উৎপাদন বাড়ানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন নয়; বরং কৃষকের অধিকার, খাদ্যের ন্যায্য বণ্টন, পুষ্টি এবং কৃষিনীতির কার্যকারিতা পর্যালোচনারও উপলক্ষ।

উৎপাদন বাড়লেই কি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয়?

খাদ্যনিরাপত্তাকে শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন বা বাজারে খাদ্যের উপস্থিতি দিয়ে বিচার করা যায় না। মানুষের খাদ্যে প্রবেশাধিকার, ক্রয়ক্ষমতা, পুষ্টিমান এবং সারা বছর নির্ভরযোগ্যভাবে খাদ্য পাওয়ার সুযোগও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি দেশে পর্যাপ্ত ধান উৎপাদিত হতে পারে, অথচ নিম্ন আয়ের কোনো পরিবার প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে না পারলে তাদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে বলা যায় না। বাংলাদেশের জন্য এই চ্যালেঞ্জ আরো গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের দাম বাড়লে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো প্রথমে খাদ্যতালিকার বৈচিত্র্য কমাতে বাধ্য হয়। চালের সংস্থান হলেও মাছ, ডিম, দুধ, ডাল, ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এর প্রভাব পড়ে শিশুদের বৃদ্ধি, নারীদের পুষ্টি এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার ওপর।

এফএওর ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বাংলাদেশ বিষয়ক খাদ্যনিরাপত্তা মূল্যায়ন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর সময়ে প্রায় ১ কোটি ৮১ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মূল্যায়নে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, পরিবারের সীমিত ক্রয়ক্ষমতা, জ্বালানি ও জ্বালানিসংশ্লিষ্ট ব্যয় এবং বন্যার মতো অভিঘাতকে পরিস্থিতির অবনতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি মানুষের খাদ্য কেনার সামর্থ্য নিশ্চিত করাও জরুরি। অতএব, খাদ্যনিরাপত্তার নীতি হতে হবে দ্বিমুখী: একদিকে উৎপাদককে ন্যায্য মূল্য ও উৎপাদনের প্রণোদনা দিতে হবে, অন্যদিকে ভোক্তার জন্য খাদ্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী রাখতে হবে। এই দুই লক্ষ্যকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে দেখলে চলবে না।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য: খাদ্যব্যবস্থার ভিত্তি

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার বিষয় নয়; এটি জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তার পূর্বশর্ত। কৃষক যদি উৎপাদন ব্যয়, নিজের শ্রমের মূল্য এবং যুক্তিসংগত মুনাফা তুলতে না পারেন, তাহলে পরবর্তী মৌসুমে উৎপাদন অব্যাহত রাখার সক্ষমতা ও আগ্রহদুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রভাব পড়ে কৃষিতে বিনিয়োগ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যতের খাদ্য সরবরাহের ওপর।

বাংলাদেশে ধান কাটার মৌসুমে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি দেখা যায়, যখন কৃষক দ্রুত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন। সংরক্ষণের অভাব, ঋণ পরিশোধের চাপ এবং নগদ অর্থের প্রয়োজন তাকে দর-কষাকষিতে দুর্বল করে। অন্যদিকে, বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য হাতবদল হওয়ার ফলে উৎপাদক যে দাম পান, ভোক্তাকে তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য বেশি দাম দিতে হতে পারে। তবে সব মধ্যস্বত্বভোগীকে সমস্যার কারণ হিসেবে দেখাও যথার্থ নয়; পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণে তাদের অনেকের প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। সমস্যা হলো, বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব, অস্বচ্ছতা এবং অযৌক্তিক মুনাফার সুযোগ।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি ধান-চাল সংগ্রহব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। সংগ্রহমূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়, কৃষকের শ্রম, মৌসুমি বাজার পরিস্থিতি এবং যুক্তিসংগত মুনাফা বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ, নিবন্ধন ও ডিজিটাল লেনদেনের স্বচ্ছ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহকেন্দ্রের কার্যকারিতা বাড়াতে হবে। শুধু সংগ্রহমূল্য ঘোষণা করলেই হবে না; প্রকৃত কৃষক সেই দামে ফসল বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি সংগ্রহের পরিমাণ, উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা, অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্যও নিয়মিত প্রকাশ করা প্রয়োজন।

কৃষক ও ভোক্তার স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কৃষককে লোকসানে রেখে ভোক্তার জন্য খাদ্য সস্তা রাখার নীতি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। আবার কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সব চাপ ভোক্তার ওপর ছেড়ে দেওয়াও গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে না। এ জন্য বাজারব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে, সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করতে হবে এবং অযৌক্তিক মজুতদারি ও কারসাজির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে কৃষক সমবায়, উৎপাদক সংগঠন, স্থানীয় কৃষিবাজার এবং কৃষক থেকে সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফসল কাটার পরপরই বিক্রি করতে বাধ্য হলে কৃষক অনেক সময় উপযুক্ত দাম পান না। গ্রামীণ গুদাম, শীতল সংরক্ষণাগার, হিমাগার এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করলে পচন ও অপচয় কমবে। কৃষক পণ্য বিক্রির সময় বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন, আর ভোক্তাও সরবরাহের আকস্মিক সংকটজনিত মূল্যবৃদ্ধি থেকে কিছুটা সুরক্ষা পাবেন। অন্যদিকে, নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো কার্যকর করতে হবে। খাদ্যসহায়তা ও নগদ সহায়তা যথাসময়ে প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো, পুষ্টিকর খাবারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং কর্মসূচির আওতা ও ফলাফল নিয়মিত মূল্যায়ন করা জরুরি।



জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে কৃষির সুরক্ষা

বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। বন্যা, খরা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদীভাঙন, উপকূলীয় লবণাক্ততা এবং আকস্মিক পাহাড়ি ঢল কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের জীবিকাকে অনিশ্চিত করে তুলছে। হাওরাঞ্চলে আগাম বন্যায় বোরো ধানের ক্ষতি, উপকূলে লবণাক্ততার বিস্তার এবং উত্তরাঞ্চলে খরার চাপ কৃষির ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি তুলে ধরে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় অঞ্চলভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা প্রয়োজন। বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল জাতের সম্প্রসারণ, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাশ্রয়ী ও দক্ষ সেচব্যবস্থা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। হাওরাঞ্চলে আগাম বন্যার সতর্কতা, ফসল রক্ষায় বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পানি নিষ্কাশনের কার্যকর পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে জলবায়ু সহনশীল কৃষি মানে শুধু নতুন জাত বা প্রযুক্তি ব্যবহার নয়। কৃষকের আর্থিক সক্ষমতা, সহজ শর্তে ঋণ, কৃষিবিমা এবং দুর্যোগের পর পুনরায় উৎপাদনে ফেরার সুযোগও এর অংশ। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত সঞ্চয় না থাকলে একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার বহু বছরের বিনিয়োগ নষ্ট করে দিতে পারে। তাই কৃষিবিমার বাস্তবসম্মত সম্প্রসারণ, দুর্যোগ-পরবর্তী ঋণ পুনর্বিন্যাস এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে কৃষিজমি রক্ষা, জলাশয় সংরক্ষণ, নদী ও খালের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখা এবং অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষির দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতা রক্ষায় মাটির উর্বরতা ও পানিসম্পদের সুরক্ষা অপরিহার্য।

উদ্ভাবন হবে কৃষকের জন্য, শুধু প্রযুক্তির জন্য নয়

বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। কিন্তু কৃষিতে উদ্ভাবনের সাফল্য শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা যন্ত্রের ব্যবহার দিয়ে মাপা উচিত নয়; দেখতে হবে, তা কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমাচ্ছে কি না, উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে কি না, ফসলের ক্ষতি কমাচ্ছে কি না এবং কৃষকের আয় ও ভোক্তার পুষ্টিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে কি না। মানসম্মত বীজ, কৃষিযন্ত্রের সাশ্রয়ী ব্যবহার, নির্ভুল সার ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডিজিটাল বাজারতথ্য এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। তবে প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির সুবিধা যেন কেবল বড় কৃষক বা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য যৌথভাবে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা, সহজলভ্য প্রশিক্ষণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করতে হবে।

কৃষি গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে পৌঁছানোও বড় চ্যালেঞ্জ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষক সংগঠন ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। কৃষকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় জ্ঞানকে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে প্রযুক্তি স্থানীয় পরিবেশ ও উৎপাদনব্যবস্থার উপযোগী হয়। তরুণদের কৃষিতে যুক্ত করার ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। কৃষিকে শুধু প্রথাগত ফসল উৎপাদন হিসেবে না দেখে বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি, কৃষিযন্ত্র সেবা, দুগ্ধ ও পোলট্রি, মৎস্যচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বাজারসংযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। নারী কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের অবদানও নীতিনির্ধারণ ও সহায়তা কর্মসূচিতে যথাযথ স্বীকৃতি পেতে হবে।

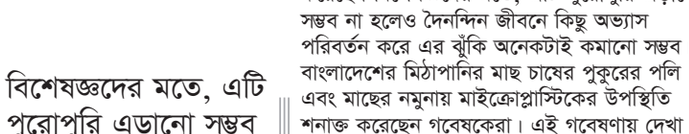
কৃষিনীতি বাস্তবায়নে জবাবদিহি চাই

বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো নতুন নয়। উৎপাদন ব্যয়, বাজারের অস্থিরতা, সংরক্ষণের ঘাটতি, জলবায়ু ঝুঁকি এবং কৃষকের সীমিত আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে। এখন প্রয়োজন ঘোষণার চেয়ে বাস্তবায়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। প্রথমত, নিয়মিত ও অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের কার্যকর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, সার, বীজ, সেচ ও জ্বালানির সরবরাহে অনিয়ম প্রতিরোধ করে মানসম্মত কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহে প্রকৃত কৃষকের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। চতুর্থত, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উপযোগী ঋণ, কৃষিবিমা এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। পঞ্চমত, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ষষ্ঠত, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করে নতুন প্রযুক্তির সুফল মাঠপর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। সপ্তমত, খাদ্য অপচয় কমানো, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টিশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

অষ্টমত, কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষক সংগঠন, কৃষিবিদ, গবেষক, কৃষি উদ্যোক্তা, নারী কৃষক এবং ভোক্তা প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন করতে হবে। কৃষির নামে গৃহীত প্রকল্পের ব্যয়, অগ্রগতি ও সুফল সম্পর্কে জনসাধারণের জানার সুযোগ থাকতে হবে। কত টাকা বরাদ্দ হলো, তার পাশাপাশি কত কৃষক উপকৃত হলেন, উৎপাদন ব্যয় কতটা কমল, কৃষকের আয় কতটা বাড়ল এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা ও পুষ্টিতে কী পরিবর্তন এলো এসব সূচকের ভিত্তিতে নীতির সাফল্য বিচার করতে হবে।

কৃষকের মর্যাদাই খাদ্যনিরাপত্তার ভিত্তি

বিশ্ব খাদ্য দিবসে আমাদের সামনে মূল প্রশ্নটি হলো, আমরা কি এমন একটি খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছি, যেখানে প্রত্যেক মানুষ পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার পাবেন, আর যারা সেই খাবার উৎপাদন করেন, তারাও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারবেন? এই লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি, কিন্তু তা একা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ন্যায্য মূল্য, কার্যকর বাজারব্যবস্থা, সাশ্রয়ী খাদ্য, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহার এবং কৃষকের অর্থনৈতিক সুরক্ষা।



কোন ধরনের মোটরসা



ইসরায়েলের নতুন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ আইনপ্রণেতারা

নিজেকে ক্ষমতায় রাখতে ভয়ংকর ‘খেলায়’ মেতেছেন নেতানিয়াহু

নেতানিয়াহু এখন আহত পশুর মতো আচরণ করছেন। নির্বাচনে হেরে যাওয়া তাঁর কাছে শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, ব্যক্তিগত বিষয়ও। বিশেষ করে তাঁর দুর্নীতির বিচার চলছে, যার পরিণতিতে তাঁকে কারাগারেও যেতে হতে পারে। প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানো মানে তাঁর সুরক্ষাকবচ হারানো। তাই নেতানিয়াহুর কাছে কোনো কিছুই এখন অসম্ভব নয়।

-আহরন ব্রেগম্যান,
বিশ্লেষক, কিংস কলেজ, লন্ডন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির গত ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের নেতৃত্ব দেওয়া নেতানিয়াহু সম্ভবত ক্ষমতা ছাড়তে চলেছেন। তবে সেটি নির্ভর করছে গাদি আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা সরকার গঠন করতে পারেন কি না, সেটার ওপর।

সরকার গঠনের জন্য বিরোধীদের ইসরায়েলে বসবাসকারী আরব নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সমর্থন নিতে হতে পারে। এ কারণে আরব দলগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছেন নেতানিয়াহু। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তবে এসব অভিযোগের পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি।

নেতানিয়াহুর তৈরি করা রাজনৈতিক পরিবেশে উগ্র ডানপন্থী বিক্ষোভকারীরা গৃহযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। সমালোচকদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে নেতানিয়াহু ইরানের সঙ্গে নতুন করে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করেছেন।

নেতানিয়াহুর তৈরি করা রাজনৈতিক পরিবেশে উগ্র ডানপন্থী বিক্ষোভকারীরা গৃহযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। সমালোচকদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে নেতানিয়াহু ইরানের সঙ্গে নতুন করে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করেছেন। এদিকে নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডেভিড জিনির নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্র গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত পাঁচজন আরব আইনপ্রণেতার ফোনে আড়ি পাতার অনুমতি চেয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশি হস্তক্ষেপের সন্দেহে তাঁদের ফোনে আড়ি পাততে চেয়েছিল সংস্থাটি। নির্বাচনের দিন ইসরায়েলের আরব বংশোদ্ভূত কয়েকজন রাজনীতিককে গ্রেপ্তারের অনুমতিও চেয়েছিল তারা। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল এসব অনুরোধ নাকচ করে দেন।

নেতানিয়াহু এখন আহত পশুর মতো আচরণ করছেন। নির্বাচনে হেরে যাওয়া তাঁর কাছে শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, ব্যক্তিগত বিষয়ও। বিশেষ করে তাঁর দুর্নীতির বিচার চলছে, যার পরিণতিতে তাঁকে কারাগারেও যেতে হতে পারে। প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানো মানে তাঁর সুরক্ষাকবচ হারানো। তাই নেতানিয়াহুর কাছে কোনো কিছুই এখন অসম্ভব নয়। বিরোধী শিবিরের অন্যতম নেতা ইয়ার লাপিদ, আরবদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক জোট জয়েন্ট লিস্টের প্রধান ইউসেফ জাবারিনসহ অন্য নেতারা এসব পদক্ষেপকে ‘অভ্যুত্থানের চেষ্টা’ বলে মন্তব্য করেছেন। এদিকে নির্বাচনের আগে ভোট কেনাবেচার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেই সাজানো হয়েছিল কি না, তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। বিশ্লেষক ও ইসরায়েলের কয়েকজন রাজনীতিকের মতে, নেতানিয়াহুর এসব পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতায় টিকে থাকা। তা সম্ভব না হলে এমন সরকার গঠন করা, যে সরকার তাঁর ও তাঁর মিত্রদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

বড় ঝুঁকির মুখে নেতানিয়াহু

নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, এমনকি তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতাও এখন নানা হুমকির মুখে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এত দিন যে প্রভাব তিনি ভোগ করেছেন, তা না থাকলে এসব হুমকির পরিণতি সুদূরপ্রসারী হতে পারে। ২০১৯ সাল থেকে তিনটি পৃথক মামলায় ঘুষ, জালিয়াতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগের মুখে রয়েছেন নেতানিয়াহু।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৪৮ বিলিয়ন ডলার : পেন্টাগন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যয় ৪ হাজার ৮০০ কোটি (৪৮ বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস (সিবিও) গত ১ আগস্ট পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যয় ৩ হাজার ৮০০ কোটি (৩৮ বিলিয়ন) ডলার বলে হিসাব দিয়েছিল। পেন্টাগনের নতুন এই হিসাব আগের তুলনায় প্রায় ২৬ শতাংশ বেশি। আইনপ্রণেতাদের এক শুনানিতে পেন্টাগনের কর্মকর্তা আর্থার মিলার বলেন, গত ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ৮৩০ কোটি (৪৮.৩ বিলিয়ন) ডলার। এই অঙ্কের মধ্যে গোলাবারুদ, সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন এবং সামরিক অভিযান পরিচালনার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এই ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়নি। ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এসব ঘাঁটির কয়েকটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে, তা-ও



এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করছে ইরান। অন্যদিকে, ইয়েমেনে ইরানের মিত্র হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের তেল অবকাঠামো ও জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালাচ্ছে। এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের বন্দরগুলো অবরোধ করে রেখেছে।

এই অবরোধ কার্যকর রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে বিমানবাহী রণতরীসহ বিশাল নৌবহর মোতায়েন করেছে ওয়াশিংটন।

আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে পাকিস্তানের মন্ত্রী

বিদেশ ডেস্ক

আঞ্চলিক একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গতকাল শুক্রবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী। গত বছর দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর এই প্রথম পাকিস্তানের মন্ত্রী পর্যায়ের কোনো প্রতিনিধি ভারত সফরে গেলেন। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত ও পাকিস্তান একাধিক যুদ্ধে জড়িয়েছে। এসব সংঘাতের প্রধান কারণ দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর অঞ্চল। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই পুরো কাশ্মীরের মালিকানা দাবি করে। পাকিস্তানের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী মুসাদ্দিক মালিক ভারতের রাজধানীতে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে দেশটির প্রতিনিধিত্ব করছেন।

মেক্সিকোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যয় নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মেক্সিকোর ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চালু সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির আওতায় লেটিসিয়া জুয়ারেজের মা-বাবা প্রতি দুই মাসে প্রায় ৩৫০ ডলার করে পান। বয়স্ক মানুষ, শিক্ষার্থী, নারী, গ্রামীণ শ্রমিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছেন। বামপন্থী প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউমের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেও এই সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ৪৭ বছর বয়সী দোকানমালিক জুয়ারেজ বলেন, ‘এই টাকা দিয়ে আমার মা দাঁতের চিকিৎসা করাচ্ছেন।’ তবে কিছু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা, আয় বা সম্পদের পরিমাণ বিবেচনা না করেই যেহেতু এই কর্মসূচির সুবিধা দেওয়া হয়, তাই লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ মেক্সিকোর ওপর এটি অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। ২০২৭ সালে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লাখ উপকারভোগীর জন্য ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশটির জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশই এ খাতে ব্যয় হবে। প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম তার পূর্বসূরি আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদরের কাছ থেকে এই কর্মসূচি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের স্থায়ী দায়িত্বে পরিণত করেছেন। আইনসভা নির্বাচনের আর সাত মাস বাকি। বাজেট পাস হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তার হার ৭০ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে শেইনবাউমের সামাজিক কর্মসূচির ব্যয় কমানোর তেমন কোনো রাজনৈতিক প্রণোদনা নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এসব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। অথচ সরকারের আয় বাড়াতে নতুন কোনো কর সংস্কারের পরিকল্পনা নেই। ২০২৪ সালে মেক্সিকোর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ দশমিক ৮ শতাংশের সমান বাজেট ঘাটতি নিয়েই দায়িত্ব নেন শেইনবাউম। তিন দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি ছিল দেশটির সর্বোচ্চ বাজেট ঘাটতি। প্রেসিডেন্ট ২০২৭ সালের মধ্যে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে নামিয়ে আনার আশা করছেন। তবে চলতি শতাব্দীতে তার প্রশাসনের আমলেই দেশটির ঋণের বোঝা সবচেয়ে বেশি হয়েছে।

ফিচার



অতিরিক্ত কফি পানের প্রভাব

ফিচার ডেস্ক

দিনে কতখানি কফি পান করলে ক্ষতির কারণ হতে পারে, সেটাও জানার বিষয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, “প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ সপ্তাহের ২৮ কাপ পর্যন্ত কফি পান করতে পারেন নিশ্চিন্তে। যা দিনে প্রায় ৪ কাপ কফি। তবে এর বেশি পান করলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে।”

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়েন্স'য়ে অবস্থিত ‘জন অকশনার হার্ট অ্যান্ড ভাস্কুলার ইন্সটিটিউট'য়ের ৪০ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে দিনে চার কাপের বেশি কফি খাওয়ার কারণে অংশগ্রহণকারীদের শরীরের বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।”

দিনে চার কাপ কফি কারও কাছে অনেক বেশি আবার কারও কাছে নস্যি। যারা দিনে ৩২ আউন্সের বেশি কফি পান করেন কিংবা রেস্তোরাঁয় গিয়ে চিনি মেশানো ‘লাতে’ পান করেন, তাদের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে সচেতন হতে হবে। কারণ অতিরিক্ত কফি ডেকে আনতে পারে অকাল মৃত্যুও।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল অতিরিক্ত কফি পানের ক্ষতিকর প্রভাব টের পাওয়ার উপায় সম্পর্কে।

মানসিক অস্থিরতা: আট আউন্স পরিমাপের কফিতে থাকে প্রায় ৯৫ মি.লি. গ্রাম ‘ক্যাফেইন’। চার কাপের বেশি কফি পান করলে দিনে ৫০০ মি.লি. গ্রামের বেশি ‘ক্যাফেইন’ গ্রহণ করা হবে।

‘জার্নাল অফ সাইকোফার্মাকোলজি'য়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এত উচ্চমাত্রায় ‘ক্যাফেইন’ গ্রহণ করলে মানসিক চাপ, অস্থিরতা, হতাশা সবই বাড়বে। সপ্তাহে ১ হাজার মি.লি. গ্রামের বেশি কফি পান করা হলে তা মানসিক অস্থিরতা বাড়াবে মারাত্মক পর্যায়ে।”

ঘুমের সমস্যা: ঘুমের স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাঘাত ঘটাবে অতিরিক্ত কফি পানের অভ্যাস।

বিশেষ করে দুপুরের আলসেমি কাটানোর একমাত্র উপায় যদি হয় কড়া কফি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস'য়ে অবস্থিত ‘কলেজ অফ হলি ক্রস'য়ের ১৯৭ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হওয়া এক গবেষণায় দেখা যায়, অনেকেরই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এবং সারাদিন শরীরে আলসেমি থাকছে।

তাই কফির নানান স্বাস্থ্যগত উপকারিতা থাকলেও তা গ্রহণের মাত্রার সীমাবদ্ধতা বজায় রাখা এবং কফি সকালে পান করাই শ্রেয়।

হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যাওয়া: ‘জামা ইন্টারনাল মেডিসিন’ জার্নালে প্রকাশিত ব্রাজিলের গবেষকদের করা গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, এক থেকে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে ১০০ মি.লি. গ্রাম কফি গ্রহণের পর অংশগ্রহণকারীদের হৃদস্পন্দনের গতিতে কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায়নি।

তবে এরও বেশি মাত্রায় কফি পান করলে হৃদস্পন্দনের স্বাভাবিক গতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

শরীরে কাঁপুনি: অতিরিক্ত কফি পান করেছেন এমনটা বোঝার নিশ্চিত উপায় হল কফি শেষ করার পর হাত কিংবা পুরো শরীরে কাঁপুনি অনুভব করা। সেই সঙ্গে দেখা দিতে পারে মাথাব্যথা, ঘুমের সমস্যা এবং হৃদস্পন্দন প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থায় তৎক্ষণাত কফি পান বন্ধ করতে হবে। বেশি অস্বস্তি অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অবসাদ: অবসাদ বা আলসেমি কাটাতে যে কফির সাহায্য নিচ্ছেন, অতিরিক্ত পান করলে সেই কফিই আপনার অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষ করে প্রতি কাপ কফিতে চিনি মেশালে অবসাদ দ্রুত ঘিরে ধরবে। কারণ কফি সাময়িক সময়ের জন্য শরীর চাঙা করে ঠিক। তবে অতিরিক্ত পান করলে তা শরীরের ওপর যে প্রচণ্ড ধকল দেবে সেটাই অবসাদ সৃষ্টি করে।

শীতের দিনে তৈরি করুন নকশি পাকন পিঠা

ফিচার ডেস্ক

শীত এলেই গ্রামে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। শুধু গ্রামে কেন, এখন তো শহরের সব ঘরেও কোনো না কোনো পিঠা তৈরি হয়। শীতে পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা।

বাংলাদেশে কত রকম পিঠা হয় তা বলে শেষ করা কঠিন। এসবের নামেও রয়েছে বৈচিত্র। একেক পিঠার স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা। ভাঁপা, চিতই, পাকনসহ নানা পিঠার স্বাদ শীত এলেই মনে পড়ে।

ছোট-বড় সবাই কিন্তু পিঠাপ্রেমী। যদিও একেক জনের পছন্দ একেক রকম। তবে পাকন পিঠা সবারই পছন্দের। পাকন পিঠার মধ্যেও রকম-ফের আছে। নকশি পাকন, সুন্দরী পাকন, মুগ পাকন, ডালের পাকন, সুজির পাকন ইত্যাদি।

এসবের মধ্যে নকশি পাকন পিঠা বেশ জনপ্রিয়। চাইলেই ঘরে বসে তৈরি করে নিতে পারেন এ পিঠা। দেখতেও যেমন সুন্দর; খেতেও তেমন মচমচে।

চলুন তবে জেনে নেয়া যাক নকশি পাকন পিঠার রেসিপি-

উপকরণ

১. আতপ চালের গুঁড়া ২ কাপ
২. মুগ ডাল আধা কাপ
৩. দুধ ২ কাপ
৪. পানি ১ কাপ
৫. ঘি ১ টেবিল চামচ
৬. চিনি ১ কাপ ও পানি ১ কাপ
৭. নকশা করার জন্য টুথপিক লাগবে।

পদ্ধতি

প্রথমে দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে ফোটাতে হবে। ফুটে উঠলে সামান্য লবণ ও চালের গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চুলা বন্ধ করে রাখুন কয়েক মিনিট। পাত্রটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন।

মুগ ডাল টেলে সেদ্ধ করে বেটে নিন।



পিসিওডি হলে দুধ খাওয়া যাবে কি-না?

ফিচার ডেস্ক

পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (পিসিওএস) বা পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ (পিসিওডি) সমস্যায় অনেক নারীই ভুগে থাকেন। হরমোনাল সমস্যার কারণে এটি ঘটে। ফলে নারীদের অনিয়মিত মাসিক হয়। সেই সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন স্থানে লোম, মুখে ব্রণ, ওজন বেড়ে যাওয়া ও মেজাজ খিটখিটে হয়।

পিসিওডির ক্ষেত্রে দুটি ওভারি থেকে প্রচুর অপরিণত ডিম্বাণু নিসৃত হয়, যা পরবর্তীতে সিস্টে পরিণত হয়। অন্যদিকে পিসিওএস একটি এন্ডোক্রিন সিস্টেম ডিসঅর্ডার। এ অবস্থায় ওভারিতে প্রচুর এন্ডোজেন তৈরি হয়, যা ডিম্বাণু তৈরি ও নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। এ ডিম্বাণুগুলোর কয়েকটা তরল পূর্ণ সিস্টে পরিণত হয়ে ওভারিতে জমা হয় ও একে ফুলিয়ে দেয়।

পিসিওডি বা পিসিওএসের লক্ষণসমূহ-

>> অনিয়মিত মাসিক
>> দেহের বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্ছিত লোম
>> মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া
>> ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমবে না
>> ওজন বেড়েই চলেছে
>> দেহে তৈরি হবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স
>> মেজাজ অতিরিক্ত খিটখিটে থাকবে

সমাধানের উপায়

এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা প্রথমেই জোর দিতে বলেন ডায়েট ও এক্সারসাইজে। ওজন নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এ সমস্যাটি বেড়ে যায়। পরবর্তীতে নারীরা বন্ধ্যাত্ব বরণ করতেও পারেন।

এ ছাড়াও যেসব বিষয় মাথায় রাখবেন-

>> কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন গুড ফ্যাট ও মৌসুমী ফল সকালের নাস্তায় রাখতে হবে।
>> দৈনিক কত ক্যালোরি গ্রহণ করছেন, তার হিসাব রাখুন।
>> ফাস্টফুড ও ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন।
>> সারাদিনে প্রচুর শাক-সবজি খেতে হবে।
>> বিভিন্ন ধরনের বাদাম খেতে হবে।
>> চিনি, গুড় ও মধু খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

দুধ খাওয়া যাবে কি-না?

দুধের শর্করা ল্যাকটোজ এন্ড্রোজেনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ত্বকে ইনফেকশন বেশি হয়। যেমন অতিরিক্ত ব্রণ হয় ত্বকে। এ ছাড়াও ল্যাকটোজ শর্করা আইজিএফ-১ নামক ইনসুলিন গ্রোথ ফ্যাক্টরকে উদ্দীপিত করে দেহে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ল্যাকটোজ শর্করার উপিস্থিতি কিছু ক্ষেত্রে ইনসুলিন সেনসিটিভিটি কমিয়ে দেয়। তাই অনেকেই পিসিওডি হলে দুধ এড়িয়ে চলেন। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। টক দই প্রতিদিন ডায়েটে রাখা উচিত। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া। যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

শীতের সবজিতে কমবে ওজন

ফিচার ডেস্ক

ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় শীতের সবজি।

শীতকালে আলসেমি লাগে বেশি। বিপাক হ্রাস পায় ও ক্ষুধা বাড়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি সবজি সম্পর্কে জানানো হল।

গাজর: গাজর উচ্চ ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি। এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। সালাদ, স্মুদি বা সুপ-সহ নানাভাবে খাবারে যোগ করা যায় গাজর। এতে আরও রয়েছে ভিটামিন বি, বি২, বি৩, সি, ডি, ই, কে এবং বিটা ক্যারটিন। খাবারে গাজর যোগ করা দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়, বয়সের ছাপ ধীর করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ত্বক, চুল ও নখ সুন্দর রাখে।

পালংশাক: এই শাক লৌহ, জিংক, ম্যাগ্নেসিয়াম, ভিটামিন কে ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। শীতকালে প্রতিদিন পালংশাক খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, পেশি সুগঠিত করে, কর্মশক্তি বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ। ডিম ভাজি, সালাদ, স্মুদি ইত্যাদি তৈরিতে পালংশাক যোগ করা যায়।

বিটরুট: বিটরুট বা বিট উচ্চ জলীয় ও স্বল্প আয়োতন সমৃদ্ধ। এই দুই উপাদানই ওজন কমাতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরচর্চার পরে বিটরুট খাওয়া পেশি পুর্নগঠনে সহায়তা করে। বিটরুট ভিটামিন এ, বি , সি এবং খনিজ উপাদান পটাশিয়াম, লৌহ ও ফোলায়েট সমৃদ্ধ। এটা খুব ভালো পরিশোধক যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, বিট শ্বেত রক্ত কণিকা বাড়ায় যা রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, এ এবং ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- বিটা ক্যারোটিন ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। ওজন কমাতে চাইলে এটা দিনের মধ্যভাগে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন। এর আঁশ ক্ষুধার হরমোনের মাত্রা কমায়। মিষ্টি আলু পেট ভরা রাখে, হজম ধীর করে এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এতে অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে। ওজন কমাতে চাইলে মিষ্টি আলু বেইক বা সিদ্ধ করে খেতে পারেন। কারণ এতে ক্যালরির মাত্রা কম থাকে।

যেসব খাবার ঘুমানোর আগে খাওয়া ঠিক নয়

ফিচার ডেস্ক

কিছু খাবার রয়েছে যা শোয়ার আগে খেলে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

রাতে ঠিক সময়ে শোয়ার পরেও ঘুম না আসার মতো বিরম্বনা আর হয় না। টিভি দেখা, মোবাইল ফোনে চোখ রাখার মতো বিষয়গুলো ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া কিছু খাবার রয়েছে যা রাতে শোবার আগে খেলে ঘুমাতে সমস্যা হতে পারে।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের ডায়াবেটিক প্রশিক্ষক, পুষ্টিবিদ ও সুস্থতার প্রশিক্ষক অবনি কৌল রাতে ঘুমের সমস্যা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানান।

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: রাতে ঘুমানোর আগে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে শরীরে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতে ঘুমানোর আগে পনিরের পাস্তা বা এই ধরনের খাবার খেলে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতের পরিবর্তে দিনে জটিল শর্করা ও উচ্চ-চর্বি যুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো।

রসুন: মজাদার ও সুগন্ধিযুক্ত রসুন খাবারের স্বাদ বাড়ায়। তবে রাতে ঘুমানোর আগে রসুন খাওয়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এটা তাপ উৎপাদনকারী ভেষজ হিসেবে পরিচিত। রসুনের রাসায়নিক উপাদান রাতে বুক জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। রাতের খাবার তৈরিতে কেবল স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য সামান্য রসুন ব্যবহার করা উচিত। চকলেট: রাতে ‘ডার্ক চকলেট’ খাওয়ার মতো আরামদায়ক আর কিছু নেই। এটা ভুল ধারণা। এতে লুকায়িত ক্যাফেইন ও চিনি ঘুমে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না।



চকলেট মজার হলেও এটা হরমোনে ভারসাম্যহীনতা বাড়ায়। ফলে সারা রাত জাগ্রত রাখে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে চকলেট না খাওয়াই ভালো।

মেসিহীন আর্জেন্টিনায় দর্শক খরা

স্পোর্টস ডেস্ক



'শুধু লিওনেল মেসির কারণেই আমি ফুটবল দেখি'। এমন কথা আশেপাশে প্রায়ই শোনা যায়। মেসির দেশ আর্জেন্টিনাতেও হয়তো এমন অনেক সমর্থক আছে। নাহয় এই কিংবদন্তি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্যালারি তো ফাঁকা পড়ে থাকার কথা নয়। আর্জেন্টিনার ঘরের মাঠের স্টেডিয়ামগুলোতে সম্প্রতি ফাঁকা দেখা যাচ্ছে অনেক আসন। মেসিহীন দর্শক খরায় আর্জেন্টিনার গ্যালারি ভরানোর উপায়ও বাতলে দিয়েছেন দলটির গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

দর্শক ফেরাতে টিকিটের দাম কমানোর জন্য ফেডারেশন কর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্তিনেজ। কর্ডোভায় কোস্টারিকাকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করার প্রীতি ম্যাচে বড় জয় পেলেও, সমর্থকদের সেই পুরোনো আবেগ ও উন্মাদনা আবার ফিরিয়ে আনতে 'লা আলবিসেলেস্তে'-কে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে বলে জোর দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

মেসি ছাড়া শুরুর ম্যাচগুলোতে গ্যালারিতে দর্শকদের উপস্থিতি বেশ কম থাকায় ম্যাচের দিনগুলোর খরচ ও টিকিট মূল্য কমানোর দাবি তুলেছেন মার্তিনেজ। বিবিসি স্পোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ৫৭ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এস্তাদিও মারিও আলবার্তো কেম্পেসে প্রায় ৪২ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন, যা স্টেডিয়ামের মোট আসনের প্রায় ৬০ শতাংশ।

এর তিন দিন আগে টিকিটের চড়া দাম নিয়ে ক্ষোভ ও অভিযোগের মধ্যেই ৫৫ হাজার আসনের লা বোম্বোনেরায় উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হারের ম্যাচটি দেখেছিলেন মাত্র ২১ হাজার সমর্থক–এমনটাই জানিয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।

আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে আরও বেশি শিশুকে মাঠে টানতে এবং সমর্থকদের সঙ্গে হারানো সম্পর্ক আবার জোড়া লাগাতে আগ্রহী মার্তিনেজ স্পষ্ট করেছেন যে, গ্যালারিতে দর্শক বাড়ানোর দায় খেলোয়াড়, স্টাফ ও প্রশাসক–সবারই।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে সাংবাদিকদের মার্তিনেজ বলেন, 'আমি আরেকটু ভরা গ্যালারিতে খেলতে চাই। স্ট্যান্ডগুলো ভরাতে হয়তো আমাদের দাতব্য বা চ্যারিটি উদ্যোগ নিতে হবে। সমর্থকদের আবারও নতুন করে দলের প্রেমে ফেলতে হবে আমাদের। আমরা জানি লিও এখন এখানে নেই, আর এটাও স্পষ্ট যে মানুষ সবচেয়ে বেশি তাকে দেখতেই মাঠে আসতে চাইত। তবে দিনশেষে, এটি আর্জেন্টিনা জাতীয় দল, আর আমাদের সেই ভালোবাসা ও আবেগটা ভীষণ প্রয়োজন।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে কোচকে ছাঁটাই ক্লাবের

স্পোর্টস ডেস্ক

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর সাত ঘণ্টার মধ্যেই কোচ ইয়ান ইভাটকে ছাঁটাই করেছে ইংলিশ ক্লাব ব্ল্যাকপুল। বৃহস্পতিবার ক্লাবের অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাবেক এই ডিফেন্ডারের ৪৫তম জন্মদিনের বার্তা দেওয়া হয়। পেটে কেক হজম হতে না হতেই জানানো হয়, চাকরি নেই তাঁর।

অবশ্য ব্ল্যাকপুলের সাম্প্রতিক দুরবস্থার কারণে ইভাটের চাকরি ঝুলন্ত অবস্থায়ই ছিল গত কিছুদিন। ইংল্যান্ডের তৃতীয় স্তর লিগ ওয়ানে সর্বশেষ ১০ ম্যাচের ছয়টিতেই হেরেছে তাঁর দল। বর্তমানে দলটির অবস্থান অবনমন অঞ্চলের কাছাকাছি।

তবে তাঁকে ছাঁটাইয়ের জন্য জন্মদিনকেই বেছে নেওয়া হবে, এমনটা অনুমান ছিল না অনেকেরই। ১৯ নভেম্বর সকালে কোচকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় ক্লাবের এক্স অ্যাকাউন্টে। কয়েক ঘণ্টা পরই একই মাধ্যমে জানানো হয় তাঁকে বাদ দেওয়ার খবর।

ক্লাবের পক্ষ থেকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ইভাটের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ১২ মাস আগে কোচের দায়িত্ব নেওয়া ইভাটের অধীনে মোট ৫৭ ম্যাচ খেলেছে ব্ল্যাকফুল। কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ক্লাবটির খেলোয়াড়ও ছিলেন ইভাট।



ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে চায় বাংলাদেশ

স্পোর্টস রিপোর্টার

১১ বছর পর ২০২৭ সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ওই টুর্নামেন্টের আগে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ করতে চায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই লক্ষ্যে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন বোর্ড পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে প্রস্তাব দিয়েছে। উভয়পক্ষ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানালেও এখনও বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে সম্প্রতি আইসিসির সভায় গিয়ে ওই প্রস্তাব তোলে বিসিবি। যা নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি তাদের সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশ পরবর্তী বিশ্বকাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তার উল্লেখিত সময় সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন বিসিবির মুখপাত্র। ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে বিসিবির এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা বাংলাদেশে হতে যাওয়া এশিয়া কাপকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাকে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার প্রস্তাব দিয়েছি এবং উভয় দেশ তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।' তবে উভয় বোর্ড এখনও বিষয়টি বিবেচনায় রাখায় সূচি চূড়ান্ত হয়নি। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে বিসিবি। বিসিবির মুখপাত্র জানান, 'যেহেতু এটি আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি প্রস্তাব এবং উভয় দেশই তা বিবেচনা করছে, তাই আমরা এখনই এ নিয়ে ঘোষণা দিতে পারছি না। তারা এতে (ত্রিদেশীয় সিরিজে) অংশ নেবে কি না, সে বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে আমাদের জানাবে। প্রসঙ্গত, আগামী বছরের ১৮ জুন থেকে ৪ জুলাই বাংলাদেশের মাটিতে এশিয়া কাপের আসর বসবে। এর আগে সর্বশেষ ২০১৬ সালে মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়া ওই আসরে স্বাগতিকরা রানার্সআপ হয়েছিল। ২০২৭ এশিয়া কাপ হবে তামিম ইকবাল নেতৃত্বাধীন বিসিবির অধীনে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট।

কোর্তোয়ার সঙ্গে রিয়ালের নতুন চুক্তি

স্পোর্টস ডেস্ক

তারকা গোলকিপার থিবো কোর্তোয়ার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করল রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত তার সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে তারা। গত সেপ্টেম্বরের মৌখিক সম্মতির পর বেলজিয়ান শট স্টপার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে থাকা দীর্ঘায়িত করতে এবার চুক্তিপত্রে কলমের খোঁচা দিলেন।

দলবদলের খবরের জন্য বিশ্বে সুপরিচিত ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, গত সেপ্টেম্বরে স্প্যানিশ জায়ান্টদের সঙ্গে মৌখিক সম্মতির পর এই সপ্তাহে চুক্তিতে সই করেছেন বেলজিয়ান গোলকিপার। এক বছরের এই চুক্তির কারণে ৩৪ বছর বয়সী ফুটবলার আগামী মৌসুমের শেষ পর্যন্ত থাকছেন এবং নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এখনও ক্লাব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। তবে প্রথম পছন্দের গোলকিপারকে নিশ্চিত করতে পারা মাদ্রিদের ড্রেসিংরুমের জন্য বিরাট স্বস্তির। চলতি মৌসুমে ১১ লা লিগা খেলে চারটি ক্লিনশিট ধরে রাখেন এবং ৭৮ শতাংশ সেভে মাত্র ৯ গোল হজম করেছেন।

২০১৮ সালের আগস্টে চেলসি থেকে সাড়ে ৩ কোটি পাউন্ডে মাদ্রিদে যোগ দেন বলে গণমাধ্যমে জানানো হয়েছিল। মাদ্রিদের বড় ম্যাচের পারফর্মার হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনটি লা লিগা ও দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি জিতেছেন তিনি। এর মধ্যে লিভারপুলের বিপক্ষে ২০২২ ইউরোপিয়ান ফাইনালে রেকর্ড ৯টি সেভে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়েছেন।

২০২৩ সালের আগস্টে এসিএল ইনজুরিতে পড়েন কোর্তোয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষ হাসানের

স্পোর্টস রিপোর্টার

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে বাংলাদেশ। প্রোটিয়া বোলাররা যেখানে অনায়াসে ব্যাট করেছেন, সেখানে সফরকারী ব্যাটাররাও সংগ্রাম করেছেন। এরপর দুঃসংবাদ হয়ে আসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তার খেলা হবে না।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিশ্চিত করেছে, ডান কনুইয়ের চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আসছেন ডানহাতি এই তারকা পেসার। এমনকি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পর আসন্ন সাদা বলের সিরিজের স্কোয়াডেও হাসান থাকবেন না।

চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হাসানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। তারা জানিয়েছে, এই বিরতি হাসানকে তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দেওয়ার এবং সম্ভাব্য সেরা ফিটনেস নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসার প্রয়োজনীয় সুযোগ করে দেবে।

আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর তারা আগামী ১, ৪ ও ৭ ডিসেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে লড়বে। সফরের শেষদিকে দু'দল তিনটি টি-টোয়েন্টিতে লড়বে ১০, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। প্রোটিয়ারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ফরম্যাটের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। যেখানে বিশ্রামে রাখা হয়েছে সিনিয়র বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে। বাংলাদেশ এখনও ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেনি।



বিনোদন



নতুন নেতৃত্ব পেল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি

বিনোদন স্ক

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) আগামী দুই বছরের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের এই নির্বাচনে সভাপতি পদে আবদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রাহাত সাইফুল জয়লাভ করেছেন। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত ভোটে দুই পদেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলেছেন তারা। সভাপতি পদে ২৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আবদুর রহমান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামরুল হাসান দর্পণ পেয়েছেন ১৮৯ ভোট। এ পদে অপর প্রার্থী কাজী ফারুক বাবুলের ঝুলিতে জমা পড়েছে ৩ ভোট। ফলে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আবদুর রহমানের ভোটের ব্যবধান ৫৭।

সাধারণ সম্পাদক পদেও একই সংখ্যক ভোট পেয়েছেন বিজয়ী প্রার্থী রাহাত সাইফুল। তার প্রাপ্ত ভোট ২৪৬। অন্যদিকে আহমেদ তেপান্তর (আওয়াল) পেয়েছেন ১৫৪ ভোট এবং অঞ্জন রহমান পেয়েছেন ৩৬ ভোট। এ পদে রাহাতের জয়ের ব্যবধান ৯২ ভোট।

নির্বাচনে সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রিমন মাহফুজ ও হামিদ মোহাম্মদ জসিম। তাদের প্রাপ্ত ভোট যথাক্রমে ২৬১ ও ২২৯। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবু হুরায়রা মুরাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের মধ্যে অর্থ সম্পাদক হয়েছেন সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা। তিনি পেয়েছেন ২৫৬ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রুহুল আমিন ভূঁইয়া ২২৬ ভোট, আন্তর্জাতিক ও গবেষণা সম্পাদক পদে আনিসুল হক রাসেল ২৩১ ভোট এবং সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে পান্থ আফজাল ২৪১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে ২৪৭ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ইশরাত জাহান স্বর্ণা। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হয়েছেন তৌফিক অপু, তার প্রাপ্ত ভোট ২২৬। একই সংখ্যক ভোট পেয়ে দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মহিব আল হাসান।

সম্পাদকীয় পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয় এসেছে তৌফিক অপুর। ২২৬ ভোট পেয়ে তিনি আমিনুর ইসলাম লিটনকে ১৯ ভোটে পরাজিত করেন। লিটনের প্রাপ্ত ভোট ২০৭। কার্যনির্বাহী সদস্যের নয়টি পদেও নির্বাচিত হয়েছেন নয়জন। এ তালিকায় সর্বোচ্চ ২৬৮ ভোট পেয়েছেন শফিকুল আলম মিলন। অন্যদের মধ্যে সুকন্যা আমির পেয়েছেন ২৬২, রুহুল সাখাওয়াত ২৪৯, রাজু আলীম ২৩৫, অরণ্য শোয়েব ২১৮, সালাম মাহমুদ ২১৬, শাকিল হোসেন ২০১, হাফিজ রহমান ১৯৩ এবং সালাম ফারুক ১৯০ ভোট।

ট্রলকারীদের কড়া জবাব দিলেন ফ্লোরেন্স পিউর

বিনোদন ডেস্ক

নিজের চেহারা ও শারীরিক গঠন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোলোচনা চলছে ফ্লোরেন্স পিউর। তার মুখমণ্ডল ও শরীরের পরিবর্তন নিয়ে হাজারও মন্তব্য করেন নেটিজেনরা। কেউ দাবি করেন, তিনি মুখে ফিলার নিয়েছেন, কেউ আবার চোখের পাতায় অস্ত্রোপচার, মুখের চর্বি অপসারণ, চিবুকের অস্ত্রোপচার ও নাকের আকৃতি পরিবর্তনের কথা বলেন। এমনকি ওজন কমানোর ওষুধ ওজেমপিক ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে।

এসব গুঞ্জনের জবাবে সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ পোস্ট দেন ৩০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। পিউ জানান, একজন তারকা হওয়ার কারণে চেহারা নিয়ে নানা মন্তব্য শুনতে তিনি ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তার ভাষ্য, সাম্প্রতিক সময়ে তার শরীর নিয়ে যেভাবে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে, তা তাকে বিচলিত করেছে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, ঘুম থেকে উঠে হাজার হাজার মন্তব্য দেখতে পেয়েছেন, যেখানে তার চেহারা নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কী কী অস্ত্রোপচার তিনি করিয়েছেন বলে মানুষ দাবি করছে, সেসবের তালিকাও তুলে ধরেন তিনি।

পিউ লেখেন, 'এটা এখনকার সময়ের একটা অদ্ভুত প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ কী সত্য আর কী মিথ্যা, তা নিয়ে এক ধরনের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। কী আশ্চর্য! আমি তো জানতামই না, কেউ চাইলে রাতারাতি এতগুলো অস্ত্রোপচার করাতে পারে! বিষয়টি আমাকে সত্যিই বিচলিত করেছে। যেসব নারী এখন আমাকে এমন একজন মানুষ ভাবছেন, যিনি আসলে আমি নই, তাদের জন্য খারাপ লাগছে।'

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোও স্পষ্টভাবে নাকচ করেছেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন 'আমি কখনো ওজেমপিক ব্যবহার করিনি। মুখে কোনও অস্ত্রোপচারও করাইনি। আর কখনও বলবেন না যে আমার নাকটি স্বাভাবিক নয়। ছোটবেলা থেকেই আমার নাকের এই সুন্দর ঢালু আকৃতি রয়েছে।

ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময়ে শরীরের গঠন নিয়ে নানা ধরনের কটাক্ষের শিকার হওয়ার কথাও জানিয়েছেন পিউ। তার ওজন কমানো, ওজেমপিক ব্যবহার কিংবা পেট দেখা যায় এমন পোশাক না পরার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। এমনকি ডব্লিউডব্লিউই রেসলার সারায়ার চরিত্রে অভিনয়ের পর তার উরুর গঠন নিয়েও নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছিল।



তিন বছরের অভিমান ভেঙে আবার একসঙ্গে জোভান-ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক

একটি নাটকের প্রচারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল দূরত্ব। এরপর তিন বছরের বেশি সময় একসঙ্গে কোনো নাটকে দেখা যায়নি ছোট পর্দার জনপ্রিয় জুটি ফারহান আহমেদ জোভান ও তাসনিয়া ফারিণকে। অবশেষে সেই অভিমানের বরফ গলেছে। মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের নতুন নাটক 'প্রাণ সখিয়া' দিয়ে আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরছেন এই দুই অভিনয়শিল্পী।

জোভান ও ফারিণের মধ্যে দূরত্বের শুরু ২০২৩ সালে।

'জানেমান তুই আমার' নাটকের প্রচারকে কেন্দ্র করে ফারিণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জোভান। নাম উল্লেখ না করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ওয়েব প্ল্যাটফর্মে কাজ করা অনেক অভিনয়শিল্পী টেলিভিশন নাটককে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। ওই পোস্টে জোভান আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন, 'জানেমান তুই আমার' নাটক মুক্তি পেলেও সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রীর প্রচারে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। অথচ ওটিটির কাজ নিয়ে নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি।



জোভানের এমন মন্তব্যে অনেকেই ফারিণের দিকেই ইঙ্গিত দেখেছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে তখন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ফারিণ। তার বক্তব্য ছিল, নাটক দিয়েই তার অভিনয়জীবন শুরু। তাই এই মাধ্যমকে কখনো ছোট করে দেখার প্রশ্নই আসে না। দুজনের মধ্যে প্রকাশ্যে বড় কোনো বিরোধ না হলেও এরপর আর একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়নি তাদের। দীর্ঘ বিরতির পর এবার সেই দূরত্ব ঘুচতে যাচ্ছে। সম্প্রতি শুরু হয়েছে 'প্রাণ সখিয়া' নাটকের শুটিং। নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ শুটিং ইউনিট থেকে জোভান ও ফারিণের একসঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে নতুন নাটকের খবর জানিয়েছেন। এদিকে শুধু জোভানের সঙ্গেই নয়, 'প্রাণ সখিয়া' দিয়ে দীর্ঘদিন পর টেলিভিশন নাটকেও ফিরছেন ফারিণ। ওয়েব কনটেন্ট ও সিনেমায় ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর ছোট পর্দায় তার উপস্থিতি কমে গিয়েছিল। গত রোজার ঈদে শাকিব খানের সঙ্গে 'প্রিন্স' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন তিনি।



আমনের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা

দুশ্চিন্তায় কৃষক

ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগরের কৃষক টিপু বলেন, ধান কাটার মৌসুমে শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মজুরিও বেশি। সময়মতো ধান কাটতে না পারলে জমিতে পাকা ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বেশি মজুরি দিয়েই শ্রমিক নিতে হচ্ছে

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীতে চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। মাঠজুড়ে এখন সোনালি ধানের সমারোহ।

কোথাও ধান পেকে গেছে, কোথাও চলছে কাটার প্রস্তুতি। ইতোমধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ জমির ধান পেকে যাওয়ায় শুরু হয়েছে ধান কাটা। স্বপ্নের ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার ভালো ফলনের আশা করছে কৃষি বিভাগ। তবে বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা থাকলেও স্বস্তিতে নেই কৃষকেরা। শ্রমিকের বাড়তি মজুরি, সেচের পানির সংকট, রোগবালাই, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং ধানের ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তা রয়েছে। এর সঙ্গে গত দুই দিনের বৈরী আবহাওয়াও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের কৃষক দেলোয়ার হোসেন বলেন, জমি প্রস্তুত, সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচে শুরুতেই অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এখন ধান কাটার সময় শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে। ধান ঘরে তুলতে উৎপাদন খরচ আরও বাড়ছে। বাজারে ভালো দাম না পেলে এত পরিশ্রম করেও লাভ করা কঠিন হবে।

ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগরের কৃষক টিপু বলেন, ধান কাটার মৌসুমে শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মজুরিও বেশি। সময়মতো ধান কাটতে না পারলে জমিতে পাকা ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বেশি মজুরি দিয়েই শ্রমিক নিতে হচ্ছে।

ফুলগাজী উপজেলার আমজাদহাটের কৃষক কবির আহম্মদ জানান, বৃষ্টির অভাবে বিভিন্ন সময়ে জমিতে পানির সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক জমিতে সেচ দিতে বাড়তি টাকা খরচ হয়েছে। এতে ফসলের পরিচর্যাও ব্যাহত হয়েছে। ধান পেকে গেলেও শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

পরশুরামের কৃষক আইয়ুব বলেন, এবার ধানের জমিতে মাজরা পোকার আক্রমণ ও ব্লাস্ট রোগ দেখা দিয়েছে। কোথাও ইঁদুরের উপদ্রবেও ফসল নষ্ট হয়েছে। ফসল রক্ষায় বাড়তি কীটনাশক ও পরিচর্যা করতে হয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ধান কাটার পর ন্যায্য দাম না পেলে লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে।

দাগনভূঞার কৃষক আফসার হোসেন বলেন, বৃষ্টির অভাবে সেচের জন্য বাড়তি টাকা খরচ করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ ও সেচসুবিধার সীমাবদ্ধতায়ও ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। সব মিলিয়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। অথচ বাজারে ধানের দাম কেমন হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুরের কৃষক কেফায়েত বলেন, সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমিকের মজুরিসহ প্রতিটি ধাপে খরচ বেড়েছে। ধান কাটার পর মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিয়েও শঙ্কা রয়েছে। তাই ভালো ফলনের পাশাপাশি ধানের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

কৃষি বিভাগ জানায়, মৌসুমজুড়ে কিছু এলাকায় পানির সংকট, রোগবালাই ও ইঁদুরের আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি হলেও সামগ্রিকভাবে আমনের ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঠপর্যায়ে নিয়মিত ফসলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন কর্মকর্তারা।

ফেনী সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন বলেন, এ বছর আমনের আবাদ ভালো হয়েছে। কিছু এলাকায় রোগবালাই ও পানির সংকটে ক্ষতি হলেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ভালো ফলন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, চলতি মৌসুমে ফেনীর ছয় উপজেলায় ৬৬ হাজার ৮৩৭ হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৬ হাজার ৮৯৪ হেক্টর। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫৭ হেক্টর কম জমিতে আবাদ হয়েছে।

কৃষি বিভাগের আশা, অনুকূল আবহাওয়া থাকলে এবার আমনের উৎপাদন ভালো হবে। তবে উৎপাদন বাড়লেই কৃষকের লাভ নিশ্চিত হবে না। শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, সেচসুবিধা নিশ্চিত করা এবং বাজারে ধানের ন্যায্যমূল্য পাওয়াই এখন কৃষকদের প্রধান দাবি।

বৃষ্টিতেই কাদায় একাকার ঝিনাইদহের নতুন হাটখোলা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

একটু বৃষ্টি হলেই কাদায় একাকার হয়ে পড়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নতুন হাটখোলা। অবস্থা দেখে মনে হয়, এটি কোনো হাট নয়, যেন ধান লাগানোর মাঠ।

চলাচলের রাস্তা থেকে শুরু করে হাটের ভেতরের অধিকাংশ জায়গায় জমে থাকে কাদা ও পানি। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিতেই হাটের বিভিন্ন স্থানে কাদা জমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কোথাও পানি জমে থাকে, আবার কোথাও কাদায় যানবাহনের চাকার বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। কাদা মাড়িয়েই কেনাকাটা করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। পণ্য নিয়ে চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন ব্যবসায়ীরাও।

হাটে আসা শহরের আরাপপুর এলাকার ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টি হলেই হাটের এমন অবস্থা হয়। কাদার মধ্যে চলাচল করতে গিয়ে কাপড় ও জুতা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় পা পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

সবজি বিক্রেতা আব্দুল হালিম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছেন তিনি। বৃষ্টি হলেই পুরো হাট কাদায় ভরে যায়। মালামাল নিয়ে দোকানে আসা-যাওয়া করতে কষ্ট হয়। কাদার কারণে ক্রেতারাও দোকানে আসতে চান না।

এতে তাঁদের বেচাকেনা কমে যায়। পৌরসভায় বারবার জানিয়েও কোনো ব্যবস্থা পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

হাটে কেনাকাটা করতে আসা পবহাটি এলাকার বাসিন্দা সেলিনা খাতুন বলেন, নারী ও বয়স্ক মানুষের জন্য এ হাটে চলাচল করা খুবই কষ্টকর। কোথাও শুকনো জায়গা পাওয়া যায় না। দ্রুত হাটের রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

মাছ বিক্রেতা মনির হোসেন বলেন, বৃষ্টি হলেই দোকানের সামনে কাদা জমে থাকে। ক্রেতারা কাদা ঠেলে আসতে চান না। দীর্ঘদিনের এ সমস্যা সমাধানে হাটের রাস্তাগুলো পাকা করার পাশাপাশি পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চান তিনি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মো. রাশেদ আলী খান বলেন, নতুন হাটখোলার ভেতরের রাস্তা সংস্কারের জন্য এডিবি ও ইউডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে কাজের দরপত্রও সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই কাজ শুরু হবে বলে আশা করছেন তিনি। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।

পেঁপে চাষে বাড়ছে কৃষকদের আগ্রহ

ভেড়ামারা প্রতিনিধি

স্বল্প খরচে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকায় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পেঁপে চাষে আগ্রহ বাড়ছে প্রান্তিক কৃষকদের। ভালো ফলনের জন্য বারি উদ্ভাবিত জাতের পাশাপাশি শাহিরাচি, কাশিমপুরী, হানিডিউ ও পুশাজাজেন্টসহ বিভিন্ন জাতের পেঁপে চাষের পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তারা। কৃষি কর্মকর্তাদের মতে, একবার চারা রোপণ করলে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া সম্ভব। বাজারে পেঁপের চাহিদা থাকায় কৃষকেরা ভালো দামও পাচ্ছেন। এ কারণে দিন দিন এ ফলের চাষে ঝুঁকছেন অনেকে। উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের কাজীহাটা গ্রামের কৃষক আসিফ আওয়াল উৎস তাঁর বাগানে শাহী জাতের পেঁপে চাষ করেছেন। বর্তমানে তাঁর বাগানের প্রতিটি পেঁপের ওজন চার থেকে পাঁচ কেজি। আকার ও স্বাদের কারণে ক্রেতাদের কাছে এসব পেঁপের চাহিদা রয়েছে বলে জানান তিনি। চাষিরা জানান, এসব জাতের গাছে চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে ফল ধরতে শুরু করে। ছয় মাসের মধ্যেই পেঁপে বিক্রির উপযোগী হয়। ফলের আকার ও স্বাদ ভালো হওয়ায় ব্যবসায়ীরা অনেক সময় বাগান থেকেই পেঁপে কিনে নিয়ে যান। বাগান থেকে কাঁচা ও পাকা–দুই ধরনের পেঁপেই বিক্রি করছেন আসিফ আওয়াল উৎস। কৃষক আজমত জানান, পেঁপে সাধারণত এক বছরের ফসল হলেও পরের বছরও গাছ রেখে ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বছরে পরিচর্যার খরচ তুলনামূলক কম হলেও ফলন প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। সরেজমিনে দেখা যায়, বয়সের ভারে শরীর নুয়ে পড়লেও সকাল থেকেই পেঁপেবাগানে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আসিফ আওয়াল উৎস। কোনো গাছ হেলে পড়লে তা সোজা করছেন, গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করছেন। কখনো আবার ফলের পরিপক্বতা যাচাই করছেন। তাঁর বাগানের চাষাবাদ দেখতে স্থানীয়রাও সেখানে ভিড় করছেন।

আসিফ আওয়াল উৎস জানান, ২০ শতক জমিতে পেঁপে



চাষে তাঁর প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বাগানে এখনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফল রয়েছে। অবশিষ্ট পেঁপে বিক্রি করে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা লাভের আশা করছেন তিনি। তবে চূড়ান্ত লাভ নির্ভর করবে অবশিষ্ট ফলন ও বাজারদরের ওপর। উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. সদরুল ইসলাম বলেন, পেঁপে একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় ফসল। সঠিক জাত নির্বাচন, নিয়মিত পরিচর্যা এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এ চাষে ভালো ফলন ও আয় করা সম্ভব। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. মাহামুদা সুলতানা বলেন, কাঁচা ও পাকা–দুই অবস্থাতেই পেঁপে বিক্রি করা যায়। ফলে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষকেরা পণ্য বিক্রির সুযোগ পান। আসিফ আওয়াল উৎসের মতো তরুণেরা কৃষিতে উদ্যোগী হলে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদেরও কৃষিকাজে উৎসাহিত করতে পারবেন।



কুষ্টিয়ায় ভাঙারির দোকানে বিস্ফোরণ, আহত দুই

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর এলাকায় একটি ভাঙারির দোকানে বস্তাভর্তি মালামাল নামানোর সময় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ভাঙারি বিক্রেতা ও ক্রেতা দুজনই গুরুতর আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তাদের পায়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। পরে আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল দুপুর সোয়া ২টার দিকে শহরের মজমপুর এলাকায় রেললাইনের পাশে রুহুল আমিনের ভাঙারির দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন ভাঙারি বিক্রেতা সুমন। তিনি কুষ্টিয়া শহরের কোটপাড়া এলাকার জব্বারের ছেলে। অপরজন ভাঙারি ক্রেতা রুহুল আমিন। তিনি জগতি পালপাড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে।

সূত্র জানায়, সুমন বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাঙারি সংগ্রহ করে থাকেন। শুক্রবার দুপুরে শহরের কাস্টম মোড় এলাকা থেকে বস্তায় ভরে রিকশায় করে মজমপুরে রুহুল আমিনের দোকানে নিয়ে আসেন। রেললাইনের পাশে দোকানের সামনে বস্তাটি নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে সুমন ও রুহুল আমিন দুজনই আহত হন। মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজন বলেন, জুমার নামাজ শেষে আমরা বাসায় ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে বের হয়ে দেখি, সুমন ও রুহুল আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। কীভাবে এমন বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা বুঝতে পারি-নি। তবে শব্দ শুনে মনে হয়েছে, শক্তিশালী কোনো বিস্ফোরক জাতীয় বস্তু বিস্ফোরিত হয়েছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইকবাল হাসান বলেন, বিস্ফোরণে আহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে সুমন ও রুহুল হাসপাতালে আসেন। তাদের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

চাঁদা না দেওয়ায় দুইজনকে তুলে নির্যাতনের অভিযোগ

আমতলী প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলীতে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় হুমায়ুন কবির ও তাঁর চাচাতো ভাই রাকিব মিয়াকে তুলে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির সাবেক নেতা ও ইউপি সদস্য মো. বাতেন দেওয়ানের বিরুদ্ধে। পরে তাঁদের ছাত্রলীগের কর্মী আখ্যা দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গত রাতে আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের পূর্ব সোনাখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী হুমায়ুনের বড় ভাই মঞ্জু মিয়ার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন বাতেন। টাকা না দেওয়ায় তাঁর বৃদ্ধ বাবাকেও আগে মারধর করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে বউ বাজার থেকে দুজনকে তুলে নিয়ে মারধর করা হয় এবং জোর করে রাজনৈতিক নেতাদের গালাগাল দিতে বাধ্য করা হয়। শুক্রবার তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় আদালতে পাঠানো হলে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এসএম হুমায়ুন হাসান শাহীন বলেন, কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



বরিশালে জাপানি ভাষা ও ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারে জাপানের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় জাপানি ভাষা শেখা, দেশটির সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের ওপর

বরিশাল প্রতিনিধি

জাপানি ভাষা শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জাপানে জীবনযাপনের সুযোগ নিয়ে বরিশালে দিনব্যাপী সেমি-নার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমিতে কজ Daycare & School-এর উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওকাবায়াশি কুনিয়াকি, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, তোমোকো ইয়াসুদা, নানাকো নিশিমুরা ও রিয়াজ গাজীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সেমিনারে জাপানের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় জাপানি ভাষা শেখা, দেশটির সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের ওপর।

এ ছাড়া জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, বৃত্তির সুযোগ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশটিতে বসবাসের নিয়মকানুন ও জীবনযাপন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে জাপানে অবস্থানরত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের সাফল্যের গল্প, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জাপানি শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রস্তুতিতে 'Kokorozashi Method'-এর গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়। আয়োজকেরা জানান, এ ধরনের আয়োজন তরুণদের মধ্যে জাপানি ভাষা শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবে।

একই সঙ্গে জাপানে পড়াশোনা ও কর্মজীবন গড়তে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নিজেদের প্রস্তুত করতে ভাষাগত দক্ষতা ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের বিকল্প নেই।

আ.লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী রুমী গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ওমর ফারুক রুমীকে রাজধানীর বাংলামোটর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁর বিরুদ্ধে শাহরাস্তি ও ঢাকার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

গতকাল দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহরাস্তি থানার ওসি মীর মাহবুবুর রহমান। রুমী উপজেলার চিতোষী ইউনিয়নের কসবা গ্রামের নুরুল ইসলাম মিয়ার ছেলে। সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তাঁকে নিয়ে এলাকায় আলোচনা হয়।

পুলিশের দাবি, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠন এবং সহিংস তৎপরতায় অর্থ জোগানের অভিযোগও তদন্ত করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের ২৩ জুন শাহরাস্তির ওয়ারুক স্টেশন বাজারে সরকারবিরোধী মিছিল ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁকে ৪৩ নম্বর আসামি করা হয়। এ ছাড়া 'শেখ হাসিনা সংগ্রাম পরিষদ'-এর চাঁদপুর জেলা কমিটির উপদেষ্টা তালিকায়ও তাঁর নাম রয়েছে। ওসি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।



চায়না কমলার বাম্পার ফলন

১৫ লাখ টাকা বিক্রির আশা

বিজয়নগর প্রতিনিধি

একসময় বিদেশি ফল হিসেবে পরিচিত কমলা এখন চাষ হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরের মাটিতে। উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে দুই উদ্যোক্তার গড়ে তোলা বাগানে থোকায় থোকায় ধরেছে চায়না জাতের কমলা।

প্রায় ১০০ শতক জমিতে গড়ে ওঠা দুটি বাগান থেকে চলতি মৌসুমে প্রায় সাত টন কমলা উৎপাদনের আশা করছেন উদ্যোক্তারা। এসব কমলা বিক্রি করে ১৪ থেকে ১৫ লাখ টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের এ সাফল্যে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে নতুন করে কমলা চাষের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বাগানের গাছগুলো সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে সোনালি ও হলুদ রঙের কমলায়। ফলের ভারে অনেক গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে। কোথাও পাকা কমলা সংগ্রহে ব্যস্ত বাগানিরা, আবার কোথাও ফল দেখতে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। বাগান দুটির উদ্যোক্তা আলমগীর ও খোকন মিয়া। তাঁরা প্রায় ১০০ শতক জমিতে চায়না জাতের কমলার বাগান গড়ে তুলেছেন। এতে রয়েছে প্রায় ১৬০ থেকে ১৭০টি কমলাগাছ। চলতি মৌসুমে এসব

> সরেজমিনে দেখা যায়, বাগানের গাছগুলো সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে সোনালি ও হলুদ রঙের কমলায়। ফলের ভারে অনেক গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে

গাছ থেকে প্রায় সাত হাজার কেজি কমলা উৎপাদনের প্রত্যাশা করছেন তাঁরা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফলন হলে বিক্রি থেকে ১৪ থেকে ১৫ লাখ টাকা আয় হতে পারে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

বাগানমালিক খোকন মিয়া জানান, স্থানীয় মাটিতে কমলা চাষের সম্ভাবনা কাজে লাগাতেই তাঁরা এ উদ্যোগ নিয়েছেন। নিয়মিত পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার ফলে বাগানে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের এ সাফল্য কৃষিতে নতুন করে বিনিয়োগের সাহস জোগাচ্ছে।

এদিকে বাগানে কমলা উৎপাদনের খবর ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা আসছেন। কেউ বাগান ঘুরে দেখছেন, আবার কেউ গাছ থেকে নিজের হাতে কমলা পেড়ে কিনছেন। অনেকে ছবি ও ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রকাশ করছেন।

দর্শনার্থীদের মতে, দেশের মাটিতে বিদেশি জাতের ফলের সফল চাষ কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। একই সঙ্গে এ উদ্যোগ স্থানীয় তরুণদের প্রচলিত ফসলের বাইরে বিকল্প কৃষিকাজে আগ্রহী করে তুলছে।

দুই উদ্যোক্তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আশপাশের এলাকাতেও কমলা চাষের আগ্রহ বাড়ছে। ইতোমধ্যে কেউ কেউ নতুন বাগান গড়ে তুলতে চারা রোপণ শুরু করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, পরিকল্পিতভাবে এ চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে স্থানীয় পর্যায়ে ফল উৎপাদন বাড়বে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিজয়নগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জিয়াউল ইসলাম বলেন, উপজেলার মাটি ও পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের ফল চাষের জন্য সম্ভাবনাময়। কৃষিতে বৈচিত্র্য আনতে নতুন নতুন ফলের বাগান গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। কমলার ভালো ফলন দেখে নতুন করে অনেক কৃষক এ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।

আশার মার্কেট লিংকেজে ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন কৃষক

মোকামতলা প্রতিনিধি

মাটির উর্বরতা বাড়াতে নিজেরাই তৈরি করছেন ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার। সেই সার ব্যবহার করে উৎপাদন করছেন বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। এতে কমছে উৎপাদন খরচ, বাড়ছে মাটির গুণগত মান। পাশাপাশি উৎপাদিত সবজি বিক্রিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীলতাও কমছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশার সহযোগিতায় বগুড়ার মোকামতলা ও শিবগঞ্জ উপজেলার কৃষকেরা এ সুযোগ পাচ্ছেন।

কৃষকদের সার উৎপাদন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতেও কাজ করছে সংস্থাটি। 'আশা মার্কেট লিংকেজ কার্যক্রমের' আওতায় কৃষকদের উৎপাদিত সবজি সরাসরি রাজধানীর ভোক্তাদের কাছে বিক্রির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এতে কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পাওয়ার পাশাপাশি ভোক্তারাও তুলনামূলক কম দামে নিরাপদ সবজি কিনতে পারছেন।

শুক্রবার বগুড়ার মোকামতলা উপজেলার তালিবপুর এলাকায় কৃষকদের সবজিক্ষেত পরিদর্শন করেন আশা বগুড়া শাখার সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার রিয়াজুল ইসলাম, মার্কেট লিংকেজ কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন ও ভার্মিকম্পোস্ট প্রশিক্ষক সাজ্জাদুল ইসলাম। এ সময় তাঁরা কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের পরামর্শ দেন। তালিবপুর



গ্রামের কৃষক সবুজ মিয়া জানান, আশা থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ফুলকপি, মুলা ও শসার চাষ করেছেন। সংস্থাটির প্রশিক্ষণ ও পরামর্শে এবার ভালো ফলন পেয়েছেন। উৎপাদিত সবজি আশার মাধ্যমে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকার 'কৃষকের বাজারে' বিক্রি করতে পারছেন। আশা বগুড়া শাখার সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করছে সংস্থাটি। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।